ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম বিষয়ক

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

www.ecourt.gov.bd

সংকলনেঃ মোছাঃ শিরিন সবনম, এক্সপার্ট (ই-সার্ভিস), এটুআই প্রোগ্রাম

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

তেঁজগাও, ঢাকা।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং		বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১.		আদালত ও মোবাইল কোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	০২
		প্রথম পাতার পরিচিতি	০৯
২.		অপরাধের তথ্য প্রেরণ	
	২.১	অপরাধের তথ্য প্রেরণ	১১
	২.২	অভিযোগ আইডি	১৩
	২.৩	অনুসন্ধান	১৪
৩		জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	
	৩.১	লগ ইন	১৫
	৩.২	মেন্যু বার	১৫
	৩.৩	ড্যাশবোর্ড	১৬
	৩.৪	নাগরিক অভিযোগ	১৭
	৩.৫	গ্রহণকৃত অভিযোগ	১৮
	৩.৬	অনুসন্ধান	২০
	৩.৭	রেজিস্টার	২১
	৩.৮	প্রতিবেদন	২১
	৩.৯	লগ আউট	২২
৪		অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	
	৪.১	লগ ইন	২৩
	৪.২	মেন্যু বার	২৩
	৪.৩	ড্যাশবোর্ড	২৪
	৪.৪	নাগরিক অভিযোগ	২৪
	৪.৫	গ্রহণকৃত অভিযোগ	২৬
	৪.৬	অনুসন্ধান	২৮
	৪.৭	রেজিস্টার	২৯
	৪.৮	প্রতিবেদন	২৯
	৪.৯	রেকর্ডরুম	৩০
	৪.১০	লগ আউট	৩০
৫		এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট	
	৫.১	লগ ইন	৩১
	৫.২	মেন্যু বার	৩১
	৫.৩	ড্যাশবোর্ড	৩২
	৫.৪	কর্মসূচি প্রণয়ন	৩৩
	৫.৫	কোর্ট পরিচালনা	৩৫
	৫.৬	অভিযোগ গঠন	৩৭
	৫.৭	অভিযুক্তের জবানবন্দী	৩৭
	৫.৯	আদেশ প্রদান	৩৮
	৫.১০	মামলার বিভিন্ন তথ্য	৪০
	৫.১১	মামলা সংযুক্তিকরণ	৪১
	৫.১২	অনুসন্ধান	৪১
	৫.১৩	রেজিস্টার	৪৩
৬		প্রসিকিউটর	
	৬.১	লগ ইন	৪৪
	৬.২	মেন্যু বার	৪৪
	৬.৩	অভিযোগ দায়ের	৪৫
	৬.৪	জব্দ তালিকা তৈরী	৪৯
	৬.৫	দায়েরকৃত অভিযোগ	৫০
	৬.৬	রেজিস্টার	৫১

আদালত

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান সকল এক্সিকিটিভ আদালতের কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে "আদালত" নামক একটি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই ফ্রেমওয়ার্কের একটি পার্ট হলো ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম **(e-Mobile Court)** ।

এটুআই প্রকল্প দলিলে স্বল্প সময়ে হয়রানিমুক্তভাবে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়া, কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মানবাধিকার সংরক্ষণ, যৌন হয়রানি, মাদক ও ভেজাল প্রতিরোধসহ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মোবাইল কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, একটি সিস্টেমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তাসহ তাৎক্ষণিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে আইনী তথ্য সরবরাহ, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, নাগরিকের নিকট থেকে সরাসরি অপরাধ এবং আইন- শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ দ্রুততার সাথে কার্যক্রম সম্পাদন, জনগণের হয়রানি লাঘবকল্পে একটি ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে তাদেরকে মামলার নকল সরবরাহ ও সেবা প্রদানের বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছিল। মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণও এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা বিভিন্ন সময় তুলে ধরেছেন। সেই লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রাম ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম **(e-Mobile Court)** তৈরি করেছে।

ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম কী?

ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে খুব সহজে ও দ্রুততার সাথে অনলাইনে প্রয়োজনে অফলাইনে মোবাইল কোর্টের সকল কার্যক্রম যেমনঃ অভিযোগনামা দায়ের, জব্দ তালিকা প্রস্তুত, অভিযোগ গঠন, জবানবন্দি গ্রহণ, আদেশ প্রদান করা যায়। ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিকগণ অনলাইনে সরাসরি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে বিভিন্ন অপরাধের বিষয়ে অবহিত করতে পারবেন। এই সিস্টেমে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রসিকিউটর উভয়ই সম্পৃক্ত থাকবেন।

www.ecourt.gov.bd

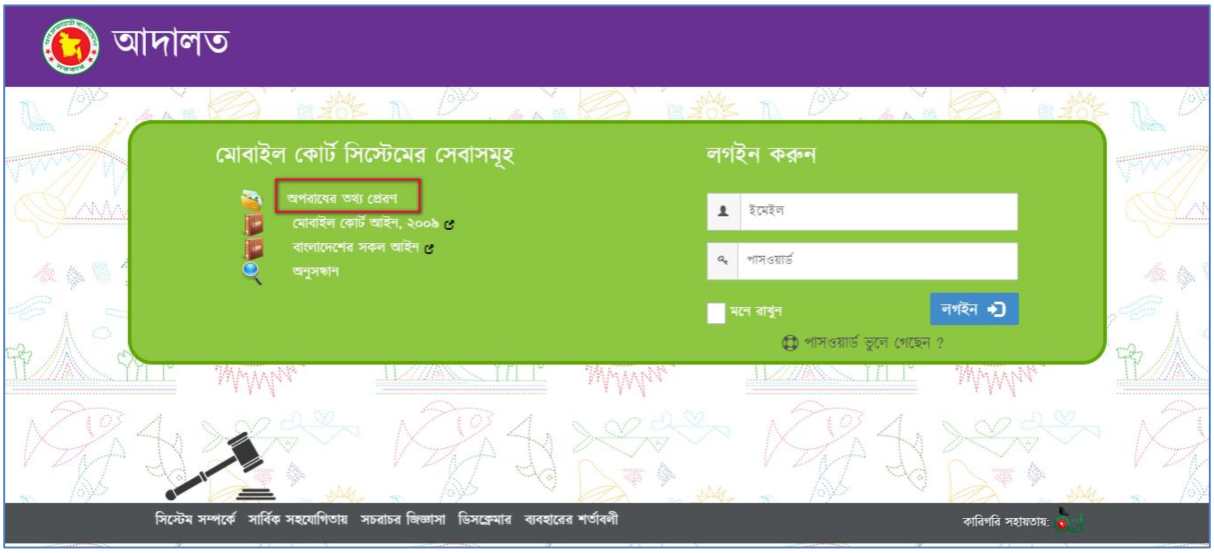

ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

১। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসির সঙ্গে নাগরিকগণের সংযোগ স্থাপন;

২। উর্ধবতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

৩। নবীন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রটগণ সিডিউলভুক্ত সকল আইন তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পারবেন এবং পূর্ববর্তী নজিরসমূহও দেখে নিতে পারবেন;

৪। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে মাধ্যমে মোবাইল কোর্টের সকল কার্যক্রম দ্রুত ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব;

৫। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি সংরক্ষিত হওয়ায় সহজে এবং দ্রুত নকল সরবরাহ করা যাবে;

৬। একই ব্যক্তি কর্তৃক পুনরায় সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে যে কোনো স্থান থেকে তথ্য যাচাই করা যাবে;

৭। এই সিস্টেমের মাধ্যমে সমাজের অপরাধের চিত্র ও বিভিন্ন অপরাধের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা যাবে;

৮। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৯। এই সিস্টেমে বায়োমেট্রিক, ডিজিটাল স্বাক্ষর, ডিজিটাল পেন প্রভৃতি ব্যবহার করা যাবে।

১। প্রশাসনে নাগরিকের সম্পৃক্ততা বাড়বেঃ

বিভিন্ন স্থানে সচরাচর সংঘটিত অপরাধ এবং সংঘটিতব্য অপরাধ যেমনঃ ইভ টিজিং, মাদক, বাল্য বিবাহ, ভেজাল সম্পর্কে নাগরিকগণ মোবাইল কোর্ট ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে সরাসরি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অবহিত করতে পারবেন। অপরাধের তথ্য প্রেরণের সাথে সাথে নাগরিকগণ একটি প্রাপ্তিস্বীকার পত্র পাবেন। অনলাইনে অপরাধের তথ্য প্রেরণের চিত্র নিম্নরূপঃ

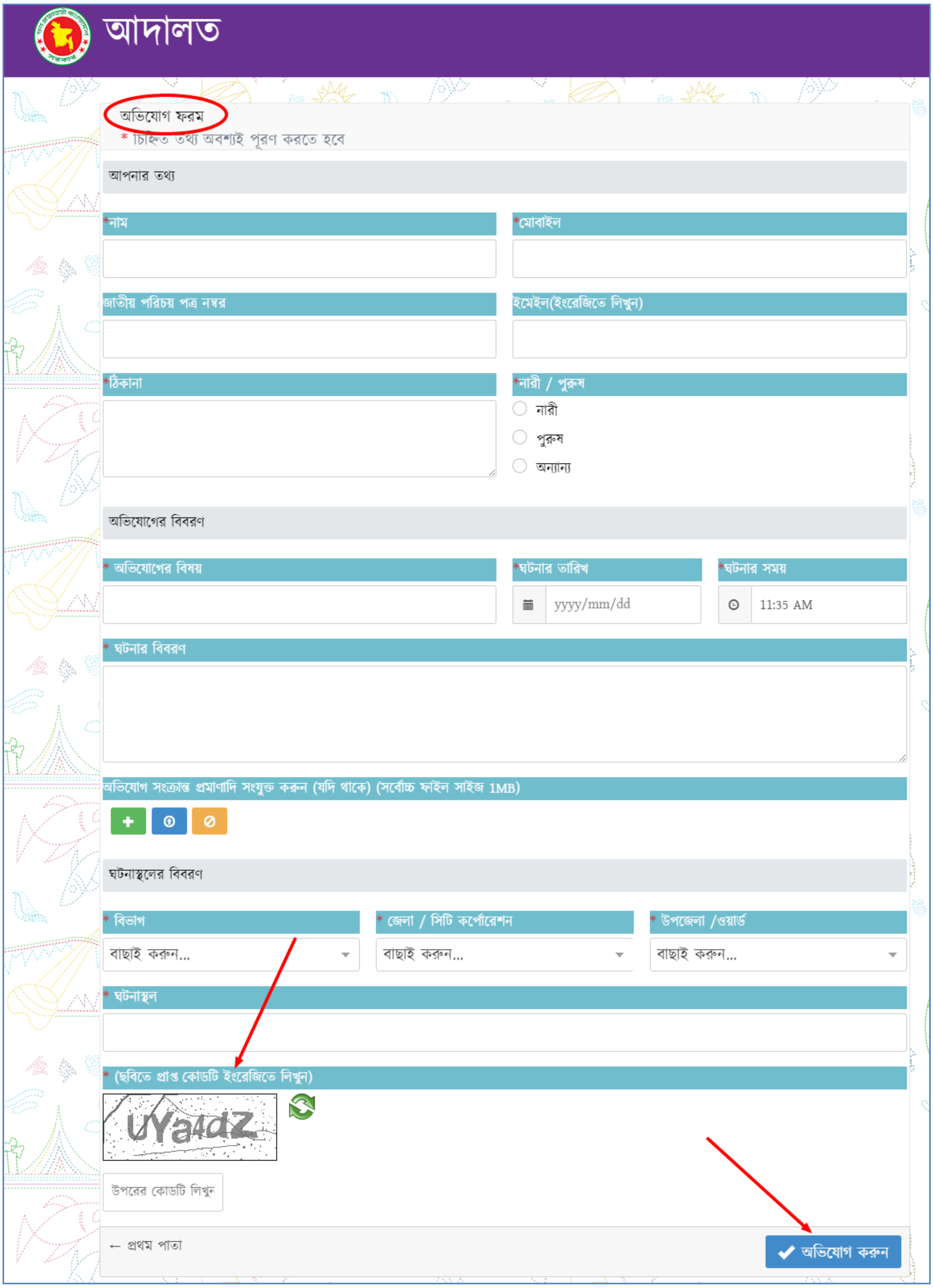
আদালত
অভিযোগ ফরম
* চিহ্নিত তথ্য অবশ্যই পূরণ করতে হবে
আপনার তথ্য
*নাম
*মোবাইল
জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর
ইমেইল(ইংরেজিতে লিখুন)
*ঠিকানা
*নারী / পুরুষ
নারী
পুরুষ
অন্যান্য
অভিযোগের বিবরণ
* অভিযোগের বিষয়
*ঘটনার তারিখ
yyyy/mm/dd
*ঘটনার সময়
11:35 AM
* ঘটনার বিবরণ
অভিযোগ সংক্রান্ত প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন (যদি থাকে) (সর্বোচ্চ ফাইল সাইজ 1MB)
ঘটনাস্থলের বিবরণ
* বিভাগ
বাছাই করুন...
* জেলা / সিটি কর্পোরেশন
বাছাই করুন...
* উপজেলা /ওয়ার্ড
বাছাই করুন...
* ঘটনাস্থল
* (ছবিতে প্রাপ্ত কোডটি ইংরেজিতে লিখুন)
uYa4dZ
উপরের কোডটি লিখুন
← প্রথম পাতা
অভিযোগ করুন

২। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিবিড় পরিবীক্ষণে সহায়ক হবে:

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের পরিচালিত মোবাইল কোর্টসমূহ মনিটরিং এর ব্যবস্থা আছে এই সিস্টেমে
- ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে একটি জেলার মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত সকল পরিসংখ্যান, মোট মামলার সংখ্যা, কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা, আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ, জনবল, নাগরিক অভিযোগ ও এর উপর গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে
- এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, তারিখ, অভিযোগ আইডি এবং মামলার নম্বর দিয়ে মামলার বিষয়ে তথ্য জানা যাবে

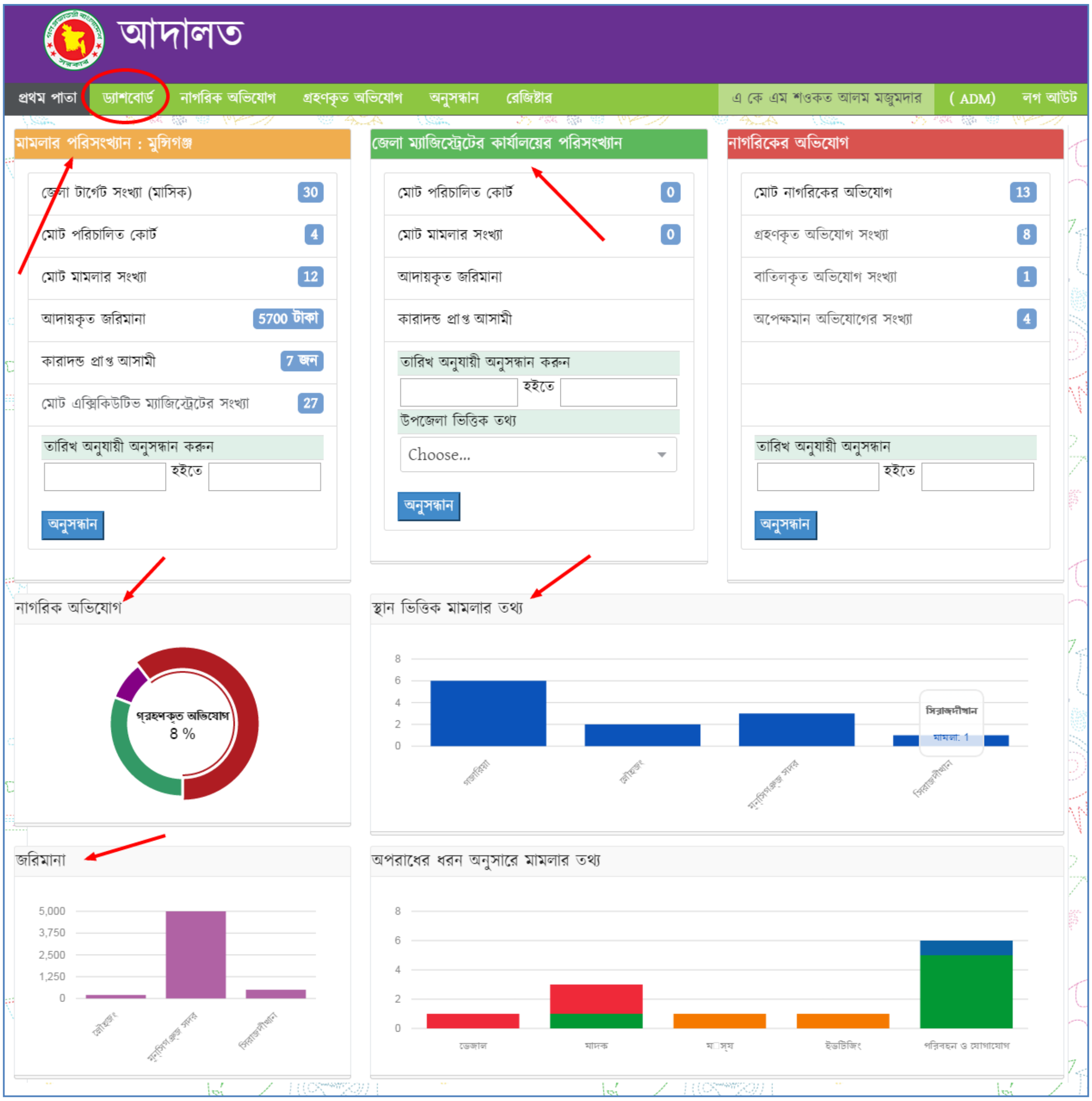

৩। নবীন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রটগণের জন্য সহায়ক হবেঃ

নবীন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রটগণ এ সিস্টেম হতে মোবাইল কোর্ট আইনের সিডিউলভুক্ত সকল আইন, অপরাধের ধারা, শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে খুব সহজে জানতে পারবেন। এমনকি কোনো মামলার আদেশ প্রদানের সময় সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় অপরাধ সম্পর্কে কী বর্ণনা রয়েছে, শাস্তির ধারাসমূহ, শাস্তির পরিমাণ দেখার সুযোগ রয়েছে। সিস্টেমের আর্কাইভ থেকে প্রয়োজনে পূর্ববর্তী নজিরসমূহ ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাৎক্ষণিকভাবে দেখতে পারবেন।

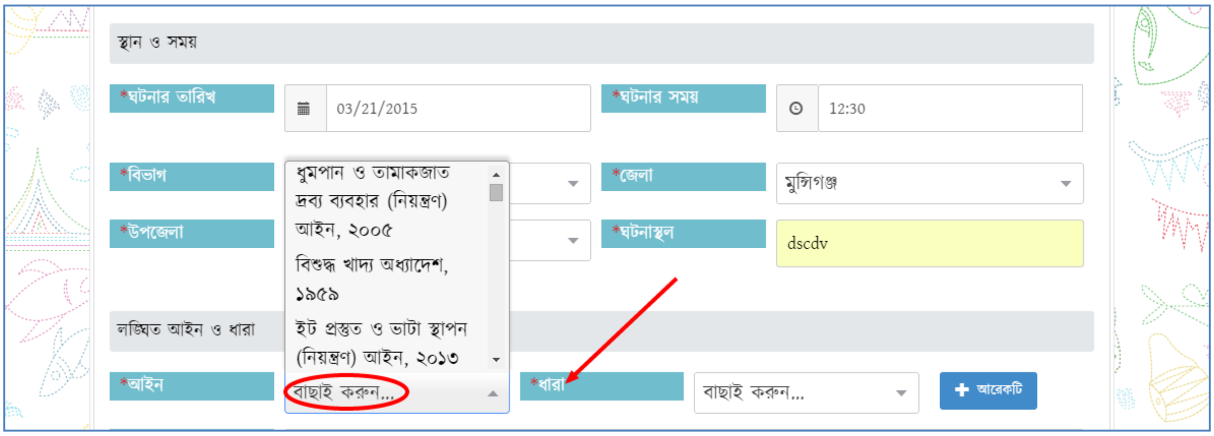

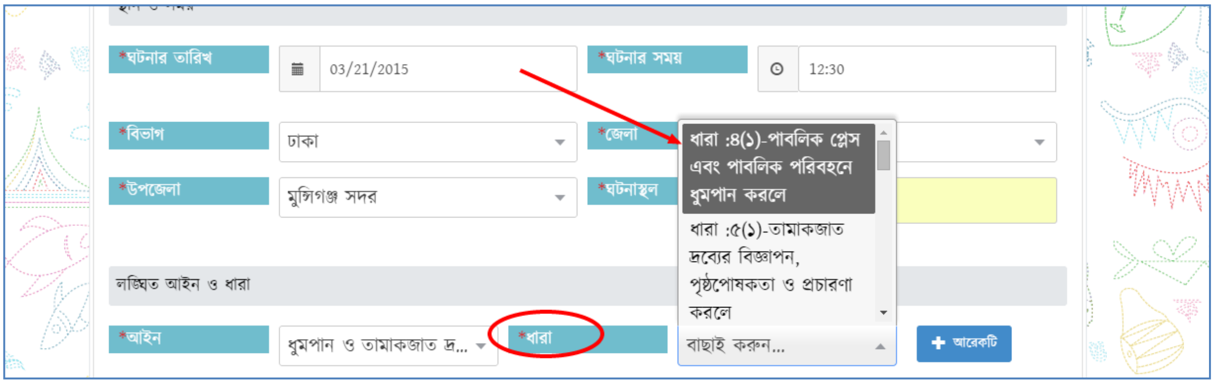

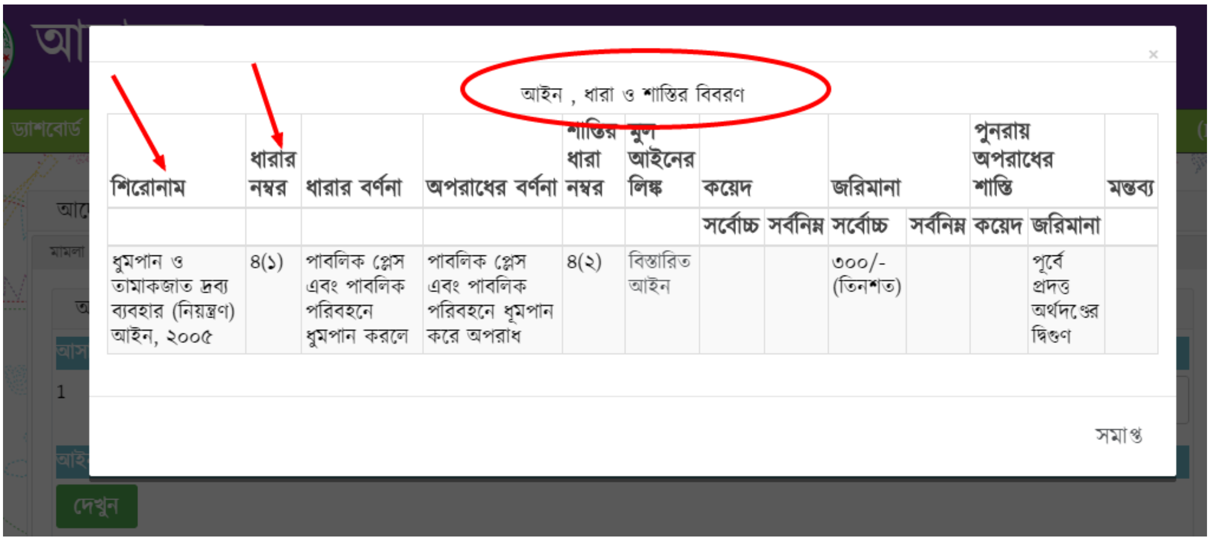

আইন , ধারা ও শাস্তির বিবরণ

শিরোনাম	ধারার নম্বর	ধারার বর্ণনা	অপরাধের বর্ণনা	শাস্তির ধারা নম্বর	মূল আইনের লিঙ্ক	কয়েদ		জরিমানা		পুনরায় অপরাধের শাস্তি		মন্তব্য
						সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	কয়েদ	জরিমানা	
ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫	৪(১)	পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধুমপান করলে	পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহনে ধূমপান করে অপরাধ	৪(২)	বিস্তারিত আইন			৩০০/- (তিনশত)			পূর্বে প্রদত্ত অর্থদণ্ডের দ্বিগুণ	

সমাপ্ত

৪। দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদনঃ

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ যেখানেই যাবেন তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জামের সহায়তা নিয়ে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। সহজে বহনযোগ্য তথ্য প্রযুক্তি সামগ্রীর সহায়তায় (ল্যাপটপ/ট্যাব, ওয়াইফাই রাউটার, প্রিন্টার, ব্যাটারি) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রটগণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম দ্রুত ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারবেন। অন্যান্য দেশের মোবাইল কোর্টে ব্যবহৃত তথ্য প্রযুক্তি সামগ্রীর তুলনায় বর্তমান পদ্ধতি সহজ ও সাশ্রয়ী হবে।

৫। ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি সংরক্ষণের সুবিধাঃ

মোবাইল কোর্টের সকল মামলার নথি এ সিস্টেমের আর্কাইভে সংরক্ষিত থাকবে। এর মাধ্যমে কোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ড রুম হতে সহজে এবং স্বল্প সময়ে নকল সরবরাহ করা যাবে। ফলে জনগণের ভোগান্তি হ্রাস পাবে।

৬। সমাজের অপরাধের প্রবণতা বিশ্লেষণে সহায়ক হবেঃ

এ সিস্টেমে অপরাধ বিশ্লেষণ টুলের সহায়তায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত সারা দেশের অপরাধের চিত্র ও বিভিন্ন অপরাধের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা যাবে। এছাড়া কোনো নাগরিক একাধিক বার অপরাধ সংঘটিত করেছেন কি না এবং ইতঃপূর্বে সাজা ভোগ করেছেন কি না, তা জানা যাবে।

৭। কার্যক্রমে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাঃ

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময়ই সিস্টেমের মধ্যে জরিমানার পরিমাণ, জরিমানার রশিদ নম্বর এবং পুরো নথি সংরক্ষিত হবে বিধায় মোবাইল কোর্টের কাজের স্বচ্ছতাও নিশ্চিত হবে।

এই পদ্ধতির আরও সম্ভাবনাঃ

১। এক্সিকিউটিভ আদালত এবং বিচার বিভাগীয় আদালতে e-court পদ্ধতি প্রবর্তন করা যাবে। এ লক্ষ্যে সহায়তা নিতে বিচার বিভাগীয় প্রকল্পগুলো আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

২। বায়োমেট্রিক, ডিজিটাল স্বাক্ষর সংযোজন করা যাবে।

<u>বিভিন্ন দেশের ইলেক্ট্রনিক কোর্টের চিত্রঃ</u>

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে নাগরিক অভিযোগ দায়ের থেকে শুরু করে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদেশ প্রদান পর্যন্ত প্রক্রিয়াসমূহ ধাপে ধাপে সংযোজন করা হয়েছে যা নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে বলে আশা করা যায়।

একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেঁজগাও, ঢাকা

১. প্রথম পাতার পরিচিতি

ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে কোনো নাগরিক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর কোন অপরাধের তথ্য প্রেরণ করতে চাইলে অথবা মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা এ সিস্টেম ব্যবহার করতে চাইলে প্রথমে ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের Home Page এ যেতে হবে। ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের URL - **www.ecourt.gov.bd** যেহেতু ই-মোবাইল কোর্ট কয়েকটি জেলায় চালু রয়েছে এবং এই সিস্টেমে রিয়েল ডেটা রয়েছে তাই প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং সাইটটি ব্যবহার করব।

ট্রেনিং সাইটটি হলো- training.ecourt.gov.bd

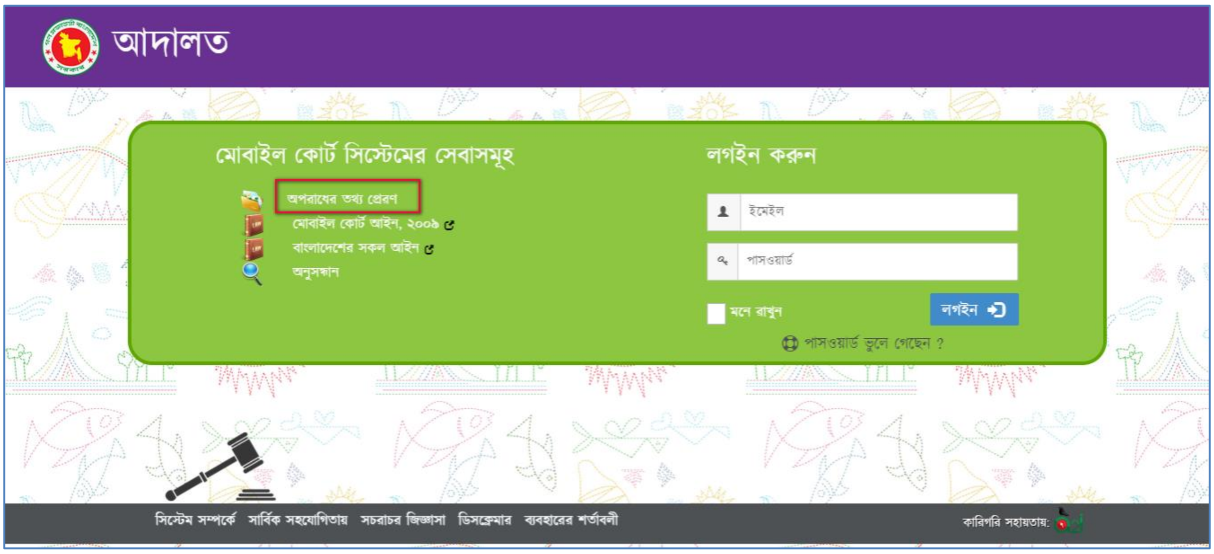

হোম পেইজঃ

হোম পেজে অপরাধের তথ্য প্রেরণ, বাংলাদেশের সকল আইন, মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিলভুক্ত আইনসমূহ, অনুসন্ধান ও লগইন করুন মেন্যু দেখা যাবেঃ

১.১ অপরাধের তথ্য প্রেরণঃ

অপরাধের তথ্য প্রেরণ বাটনে ক্লিক করে নাগরিকগণ সরাসরি সামাজিক অপরাধের তথ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে পারবেন।

১.২ বাংলাদেশের সকল আইনঃ

বাংলাদেশের সকল আইন বাটনে ক্লিক করলে বাংলাদেশ কোডের সাইট আসবে। এখানে থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত সকল আইন ব্যবহারকারীগণ দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন।

১.৩ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯:

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ বাটনে ক্লিক করলে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এবং এর তফসিলভুক্ত আইনসমূহের একটি তালিকা আসবে যেখান থেকে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলভুক্ত আইনসমূহ ব্যবহারকারীগণ দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবেন।

১.৪ অনুসন্ধানঃ

অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করে অভিযোগ দাখিলের সময় প্রাপ্ত রসিদে উল্লিখিত নম্বর দিয়ে নাগরিক তাঁর দায়েরকৃত অভিযোগের উপর গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১.৫ লগইন করুনঃ

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে পারবেন।

২. নাগরিক কর্তৃক অপরাধের তথ্য প্রেরণ

২.১ : অপরাধের তথ্য প্রেরণ: কোনো নাগরিক ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমে মাধ্যমে সমাজে সচারাচর সংঘটিত বা সংঘটিতব্য কোন অপরাধের তথ্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করতে চাইলে যে কোনো ব্রাউজারে training.ecourt.gov.bd টাইপ করে এন্টার চাপলে নিচের Home Page আসবেঃ

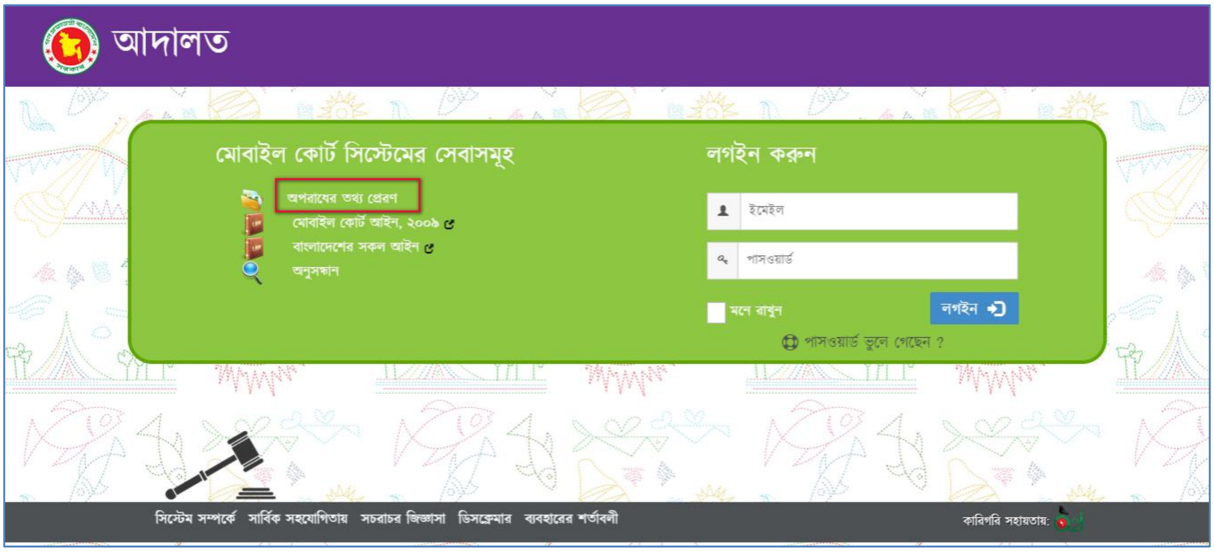

২.১.১ অভিযোগ করতে চাইলে এ page এর অপরাধের তথ্য প্রেরণ বাটনে ক্লিক করুন। তাহলে নিম্নের অভিযোগ ফরম আসবে -

- অভিযোগ ফরমে লাল তারকা চিহ্নিত তথ্য অবশ্যই পূরণ করতে হবে । যেমনঃ অভিযোগকারীর নাম, মোবাইল নম্বর ও ঠিকানা; অভিযোগের বর্ণনা, ঘটনাস্থলের বিবরণ ইত্যাদি।
- Captcha-তে প্রদর্শিত কোড সঠিকভাবে টাইপ করতে হবে এবং অভিযোগ করুন বাটনে ক্লিক করতে হবে;

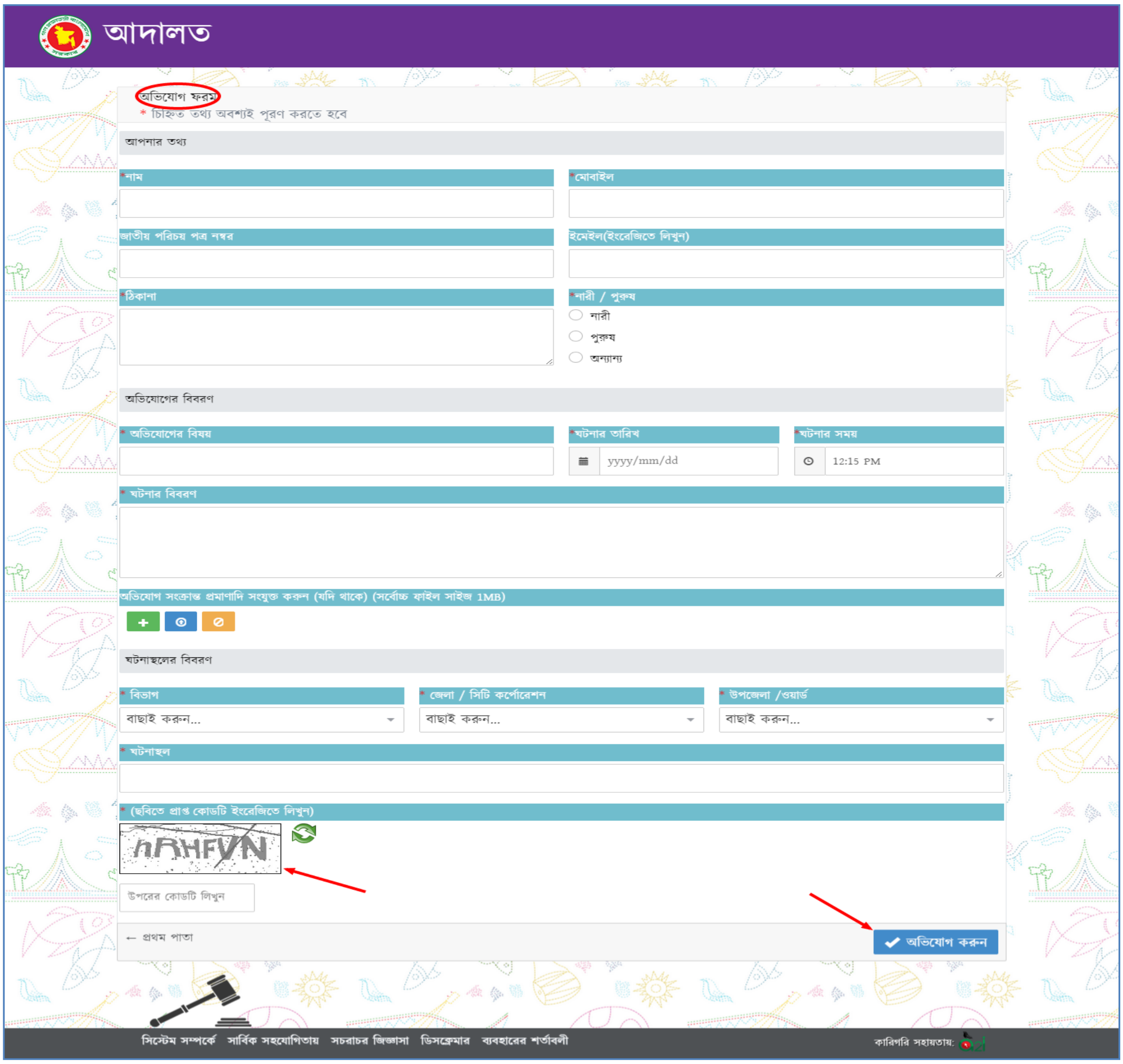

২.২: অভিযোগ আইডি: <u>অভিযোগ করুন</u> বাটনে ক্লিক করলে নিচের স্ক্রিনটি আসবে। এখান থেকে নাগরিক তাঁর অভিযোগের আইডি নম্বর পাবেন। যা দিয়ে নাগরিক তাঁর অভিযোগের অবস্থা জানতে পারবেন। প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করে নাগরিক এ অভিযোগ আইডি সংরক্ষণের জন্য প্রিন্ট করতে পারবেন। কাজ শেষে <u>সমাপ্ত</u> বাটনে ক্লিক করুন।

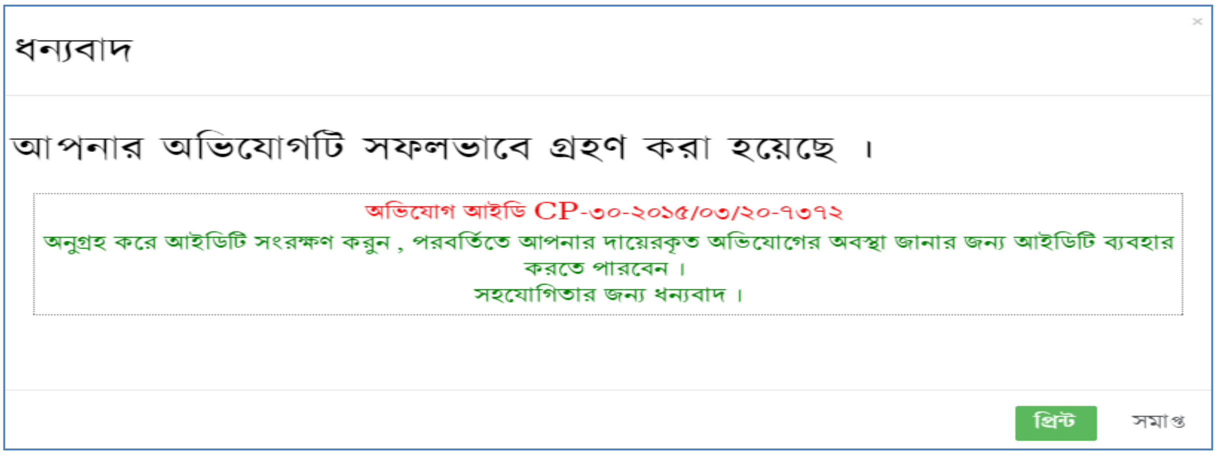

২.২.১ অভিযোগ ফরমে আবশ্যিক সকল তথ্য পূরণ না করে অভিযোগ করুন বাটনে ক্লিক করলে অভিযোগ ফরমে অসম্পূর্ণতা রয়েছে দেখাবে। অসম্পূর্ণ স্থানগুলো পুনরায় পূরণ করে অভিযোগ করুন বাটনে ক্লিক করে অভিযোগ দাখিল করতে হবে;

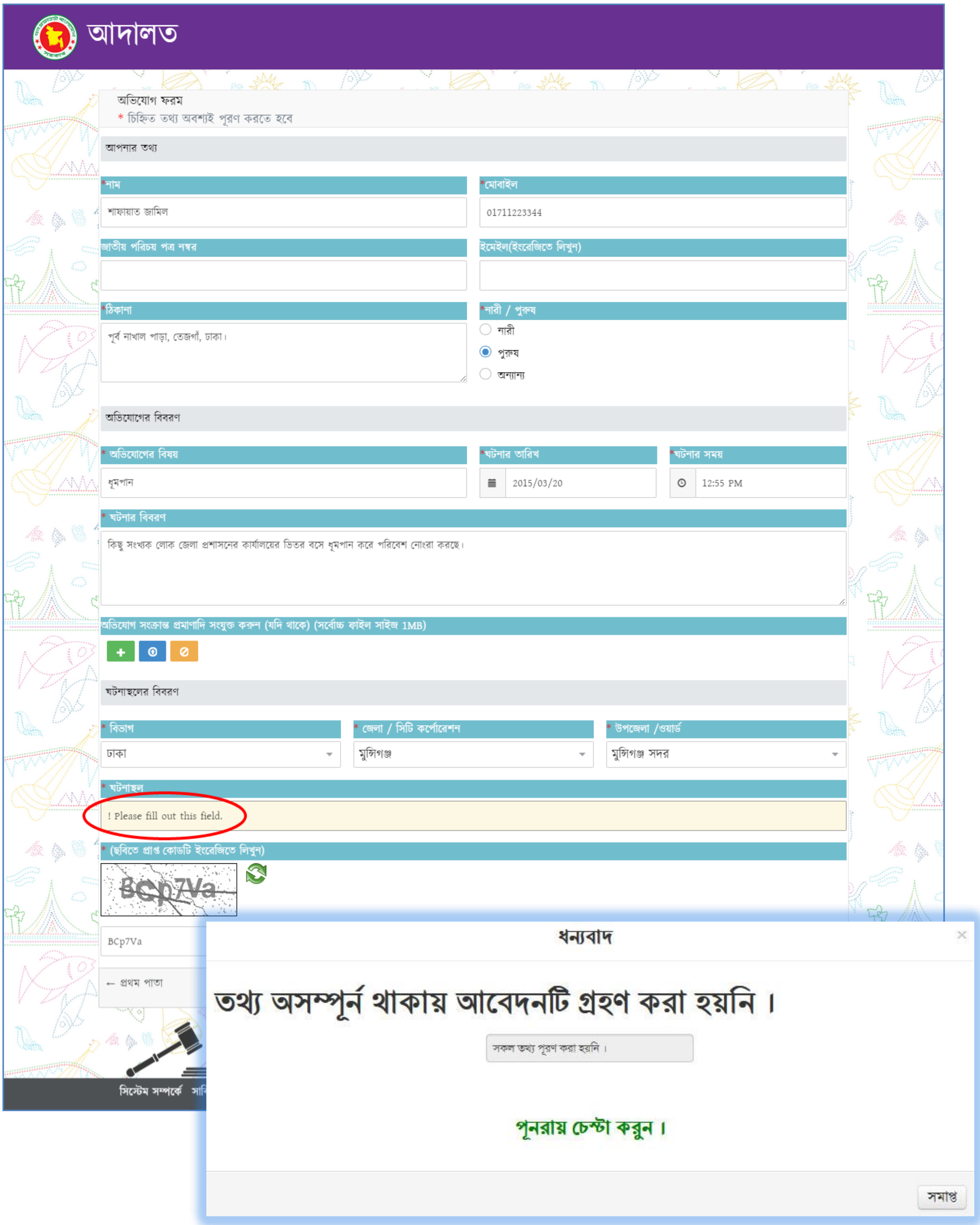

২.৩: অনুসন্ধান: অভিযোগকারী তার প্রেরিত কোনো অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানতে Home Page এর অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করুন। ক্লিক করলে নিচের উইন্ডোটি আসবে। এই উইন্ডোতে এ অভিযোগ আইডির জন্য বরাদ্দকৃত ঘরে অভিযোগ আইডি বসিয়ে অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করলে অভিযোগের সর্বশেষ অবস্থা জানা যাবে। উইন্ডোটি নিম্নরূপ-

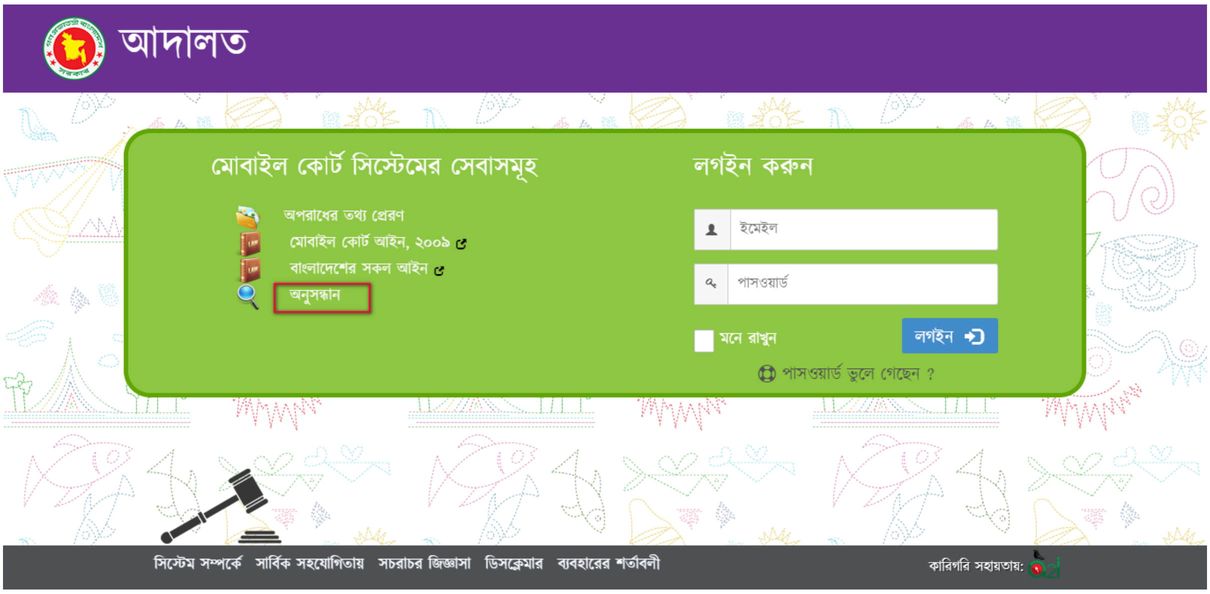

৫. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে সাধারণত প্রসিকিউটরের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে সংঘটিত ঘটনা বিবেচনা করে বিভিন্ন আদেশ দিয়ে থাকেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বপ্রোণদিতভাবেও অপরাধ সরাসরি আমলে গ্রহণ করে আদেশ প্রদান করেন।

৫.০ প্রশিক্ষণের জন্য ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের Home page-এ প্রবেশ করতে training.ecourt.gov.bd ট্রেনিং সাইটটি ব্যবহার করুন।
ইউজার আইডিঃ যে কোন একটি ব্যবহার করুন।

email	**Password**
em_training1@yahoo.com	123456
em_training2@yahoo.com	123456
em_training3@yahoo.com	123456
em_training4@yahoo.com	123456

৫.১: লগ ইন: ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেমের Home page-এর লগইন করুন অপশনে ইউজার আইডি (ই-মেইল) ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন বাটনে ক্লিক করতে হবে।

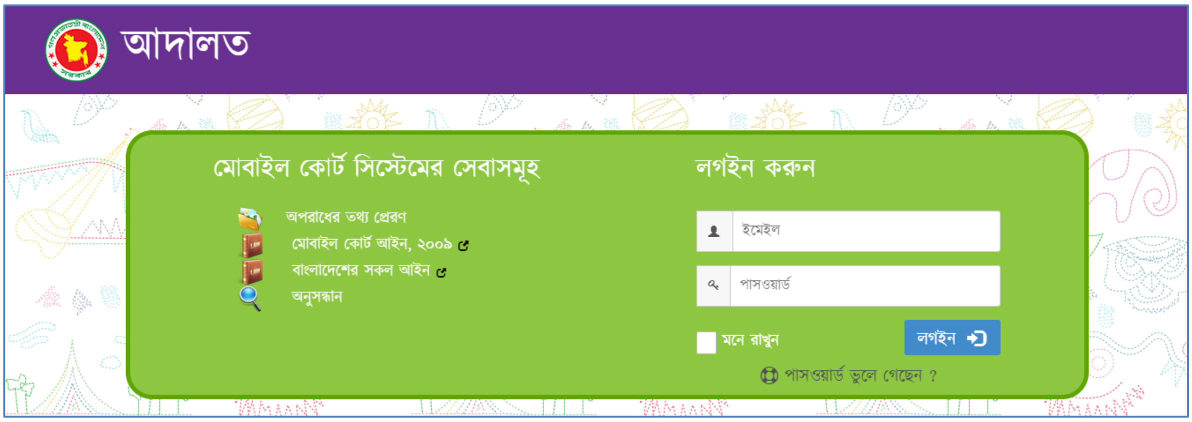

৫.২: মেন্যু বার: লগইন এর পর Executive Magistrate–এর Home Page আসবে। এখানে ০৯ টি মেইন মেন্যু রয়েছে। ক) প্রথম পাতা খ) ড্যাশবোর্ড গ) কর্মসূচি ঘ) কোর্ট পরিচালনা ঙ) নাগরিক অভিযোগ চ) অনুসন্ধান ছ) রেজিস্ট্রার জ) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ঝ) লগ আউট যা নিম্নরূপঃ

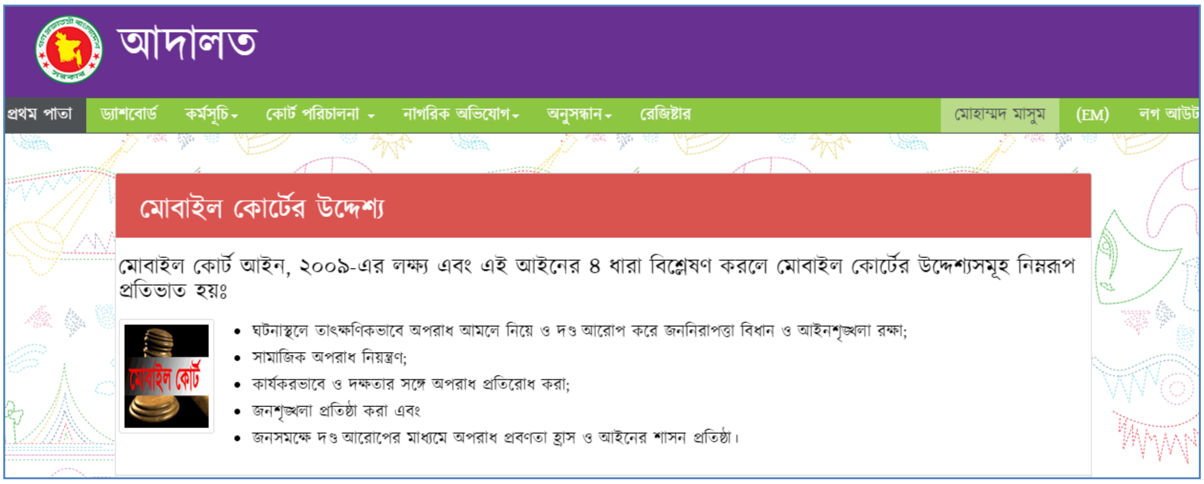

৫.৩: ড্যাশবোর্ড: ক) ড্যাশবোর্ড মেন্যুতে ক্লিক করুন। নিচের উইন্ডোটি পাওয়া যাবে। এখানে আপনার নিকট কোন প্রসিকিউটর কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ, বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত রিকুইজিশন, নাগরিক হতে প্রাপ্ত অভিযোগ, নাগরিক অভিযোগ কতটি নিষ্পন্ন, কতটি পেন্ডিং ইত্যাদি এখান থেকে জানা যাবে।

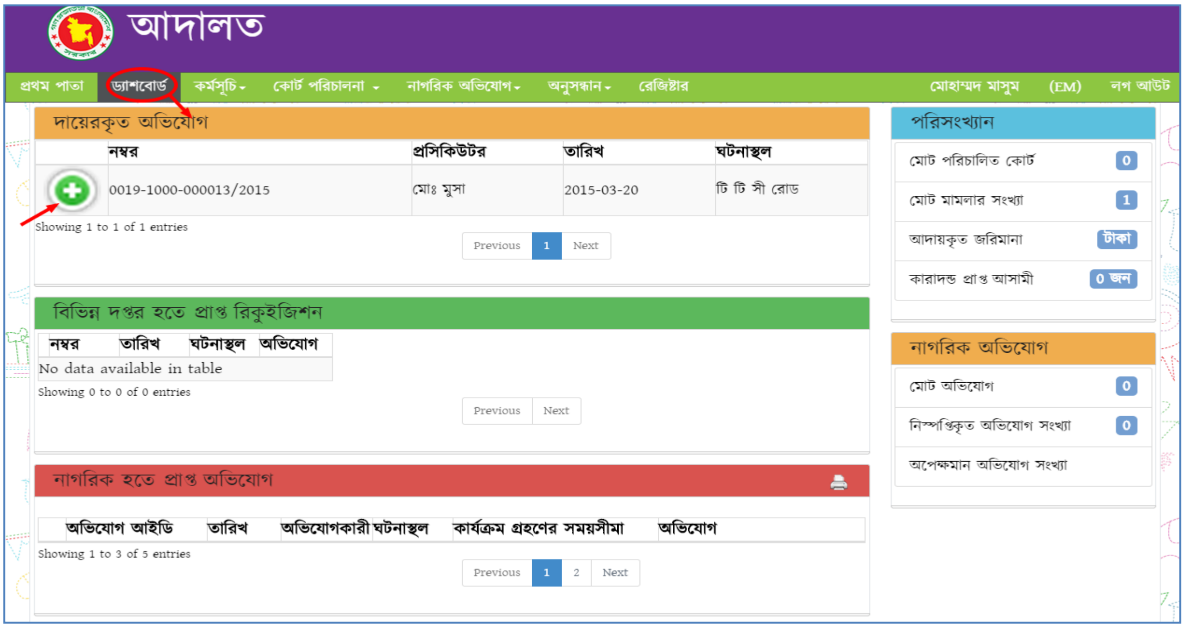

খ) যে কোন অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অভিযোগ নম্বরের বামপাশের (+) চিহ্নে ক্লিক করুন। নিচের উইন্ডোটি দেখা যাবে। যেখানে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেখা যাবে।

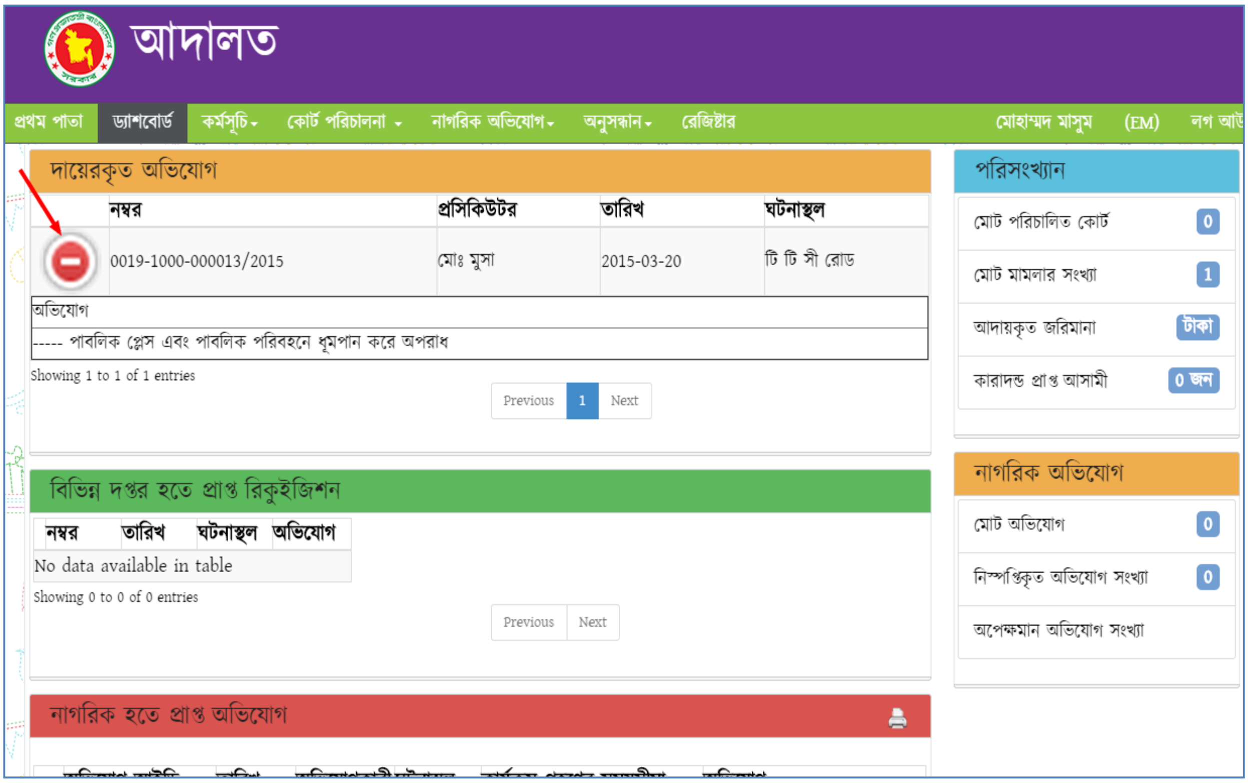

৫.৪.: কর্মসূচি: ক) মেন্যু বারের **কর্মসূচি** মেন্যুতে drop down arrow তে ক্লিক করে **কর্মসূচি প্রণয়ন** এ ক্লিক করুন। নিচের উইন্ডোটি পাওয়া যাবে।

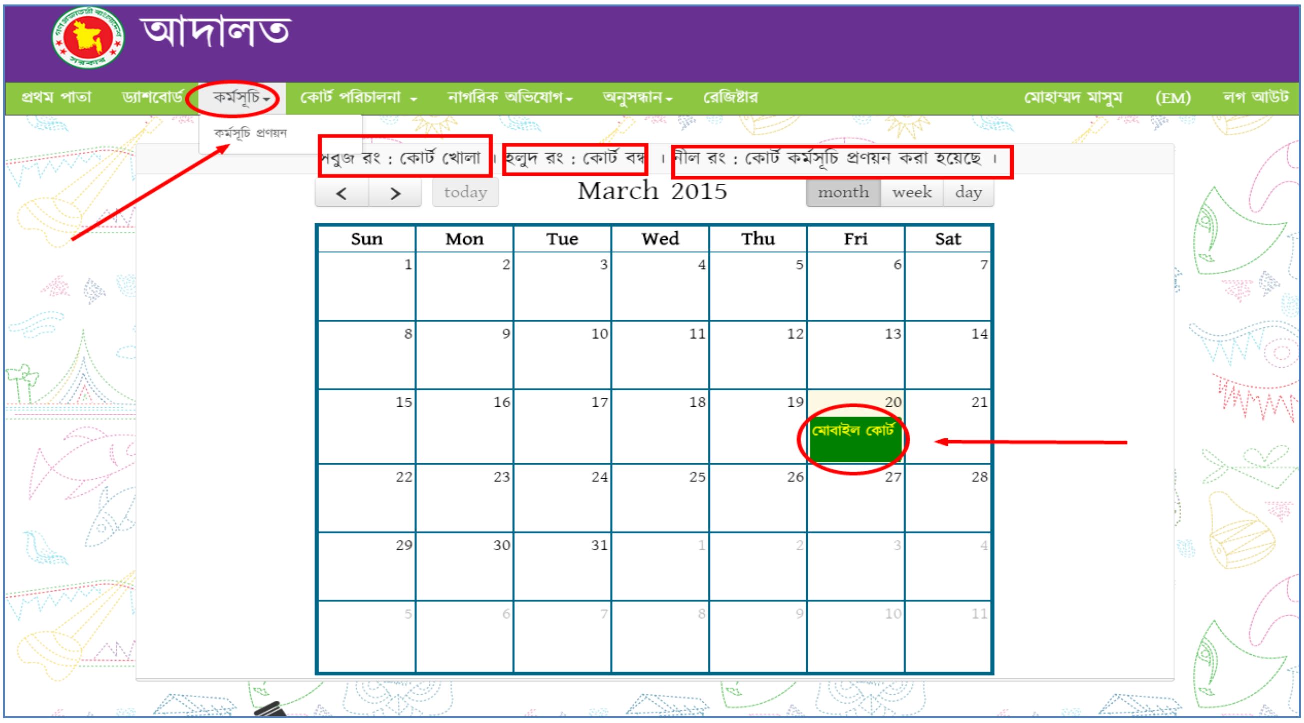

খ) এখান থেকে মোবাইল কোর্টের জন্য ধার্য্য তারিখের ওপর কার্সর রেখে ক্লিক করুন। তাহলে নিচের উইন্ডোটি আসবে। এখানে শিরোনামের ঘরে কোর্টের সংখ্যা (যেমন- Court-1, Court-2 ইত্যাদি) টাইপ করুন।

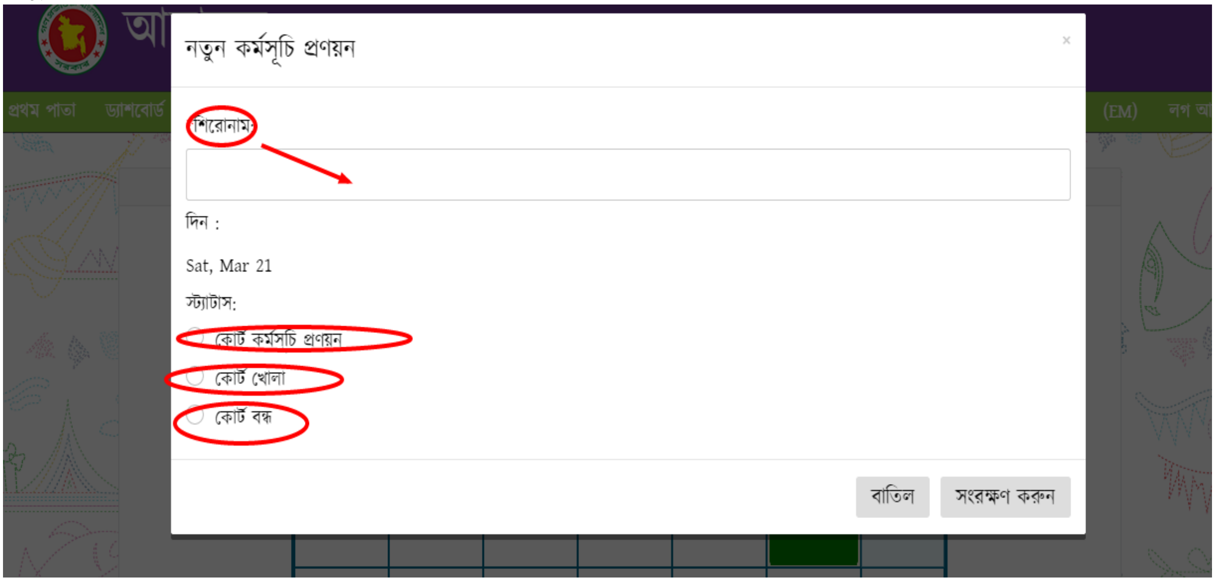

গ) কোর্টের কর্মসূচি প্রণয়ন করার পর কোর্ট খোলা অপসনে ক্লিক করুন তারপর সংরক্ষণ বাটনে ক্লিক করুন।
ঘ) কোর্ট বন্ধ থাকলে প্রসিকিউটর কোন অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন না শুধু কোর্ট খোলা রাখলে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

ঙ) কর্মসূচি প্রণয়ন সফল হলে বাছাইকৃত তারিখটি সবুজ রংয়ের হবে এবং কর্মসূচি প্রণয়ন সফল হয়েছে দেখাবে। এবার বন্ধ করুন বাটনে ক্লিক করুন।

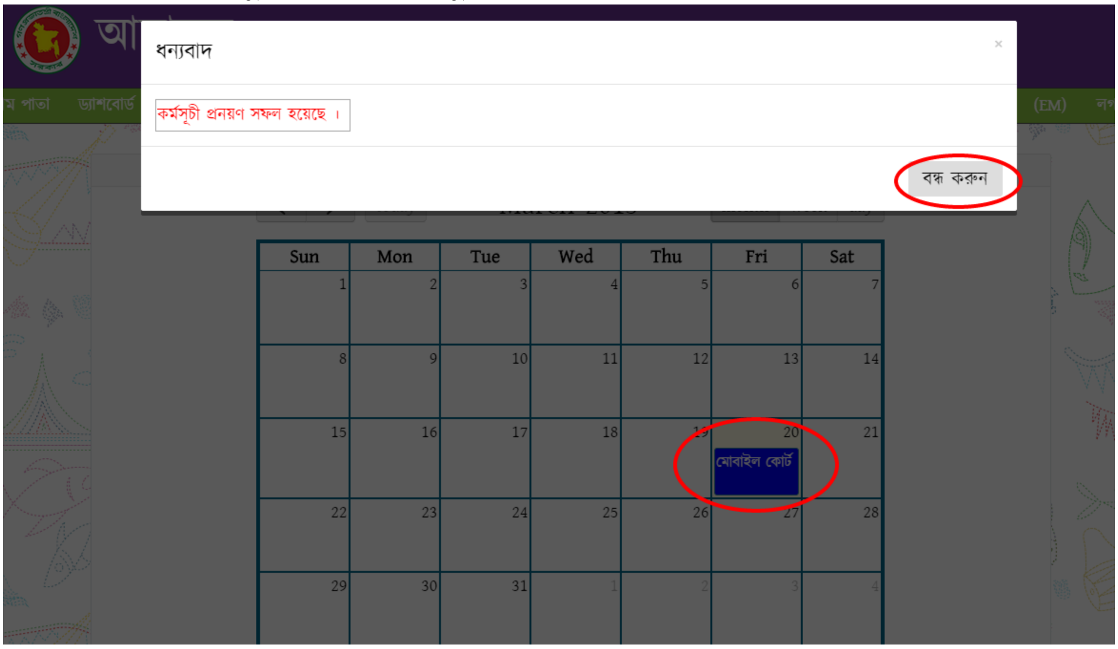

চ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে কোর্ট বন্ধ করতে চাইলে সবুজ রং চিহ্নিত তারিখে ক্লিক করলে নিচের উইন্ডোটি আসবে। এখানে কোর্ট বন্ধ বাছাই করে আপডেট বাটনে ক্লিক করুন। তারিখটি হলুদ রংয়ের হয়ে যাবে এবং Update Successfully মেসেজ দেখাবে।

ছ) প্রণয়নকৃত কর্মসূচি বাতিল করতে চাইলে বাতিল বাটনে ক্লিক করুন। প্রণীত কর্মসূচি বাতিল হয়ে যাবে এবং প্রণীত কর্মসূচির তারিখ অন্য বক্স গুলোর মত সাদা দেখাবে।

৫.৫: কোর্ট পরিচালনা মেন্যু:

কোর্ট পরিচালনা মেন্যুতে ক্লিক করলে স্বপ্রণোদিত কোর্ট (স্যুয়ো-মোটো), প্রসিকিউশনের তালিকা, বিচার কার্যক্রম ও মামলার তথ্য সাব-মেন্যুসমূহ পাওয়া যাবে।

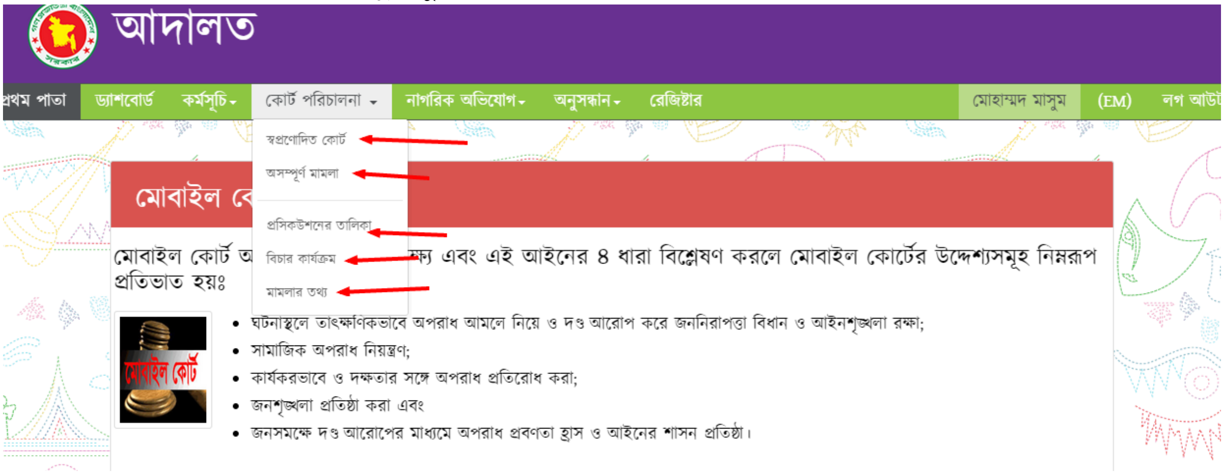

ক) কোর্ট পরিচালনা মেন্যুর স্বপ্রণোদিত কোর্ট সাব-মেন্যুতে ক্লিক করলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তার সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্ঘাটিত অপরাধ প্রসিকিউটর ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে আমলে গ্রহণ করে বিচারার্থে অভিযোগ গঠন, জব্দ তালিকা তৈরি, আসামীর জবানবন্দী গ্রহণ ও আদেশ প্রদানের পৃথক উইন্ডো পাওয়া যাবে

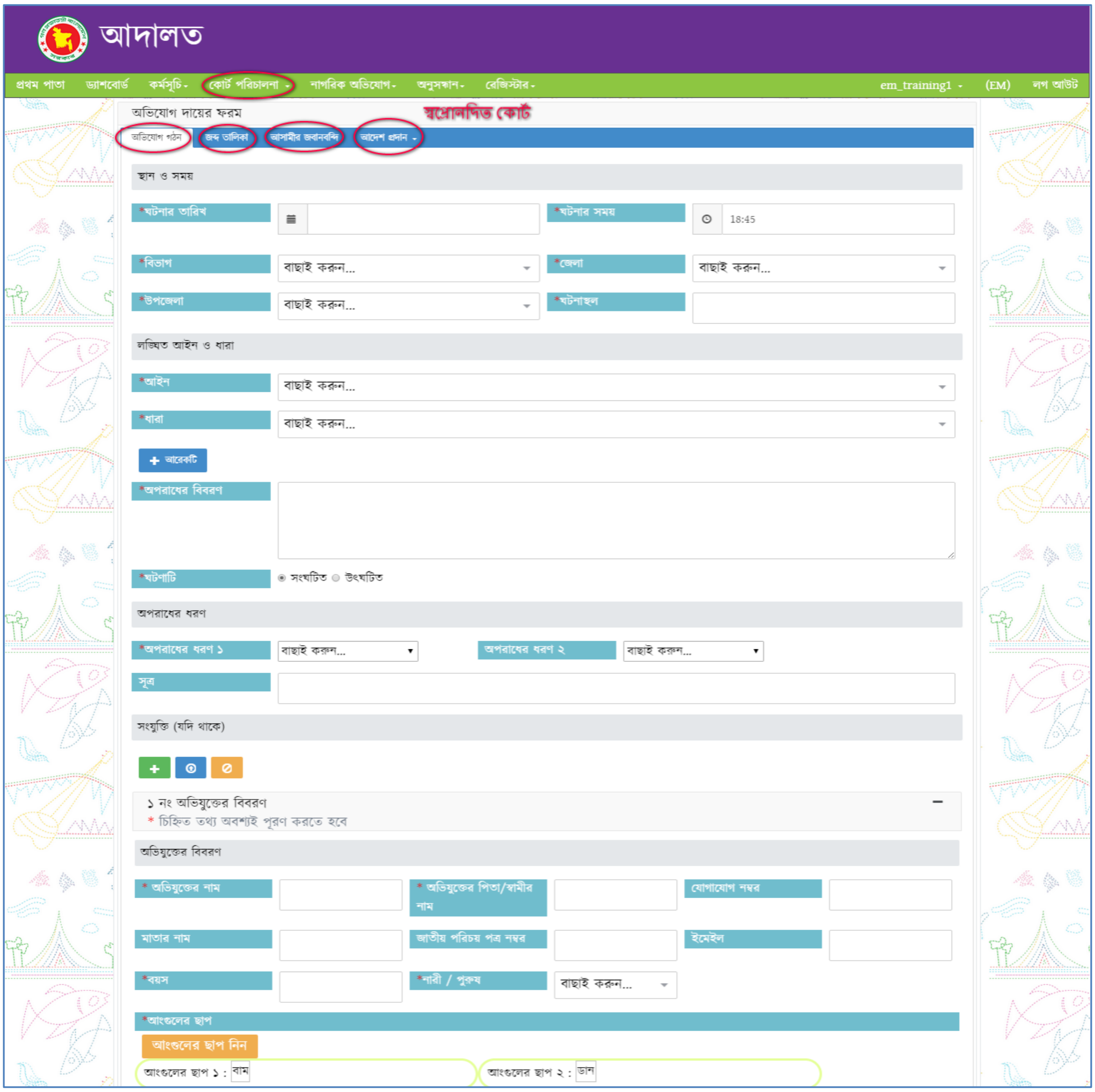

খ) কোর্ট পরিচালনা মেন্যু হতে প্রসিকিউটর কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ আমলে নেয়ার ক্ষেত্রে প্রসিকিউশনের তালিকা সাব-মেন্যুতে ক্লিক করে প্রাপ্ত উইন্ডোটির অভিযোগ গঠন অপশনে ক্লিক করতে হবে।

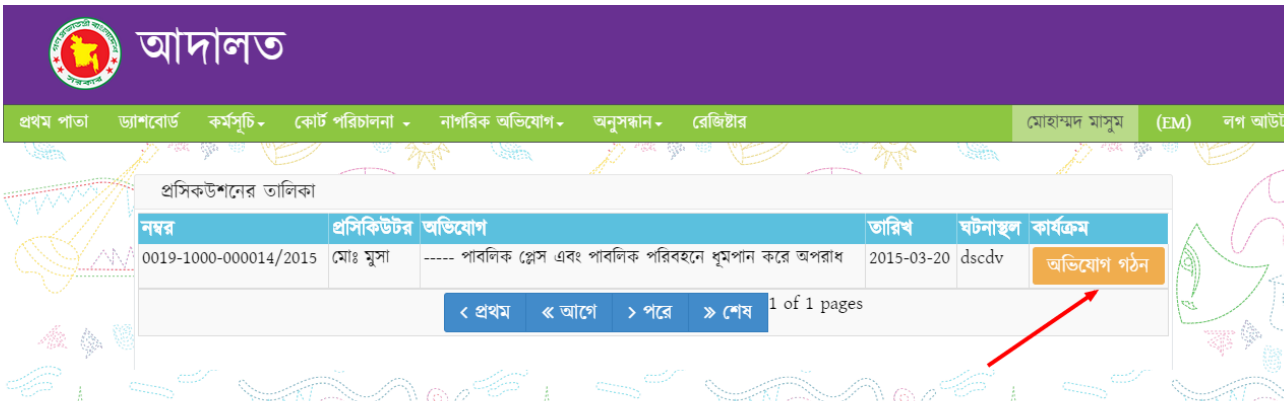

৫.৬. খ) অভিযোগ গঠনঃ অভিযোগ গঠনের ফরমে প্রসিকিউশন অনুযায়ী আইন এবং ধারা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন এবং ধারা পরিবর্তন এবংঅভিযোগ গঠন ফরমের স্ক্যানকৃত ছবি সংযুক্ত করে গঠিত অভিযোগটি সংরক্ষণ করতে নিচের সংরক্ষণ বাটনে ক্লিক করুন।

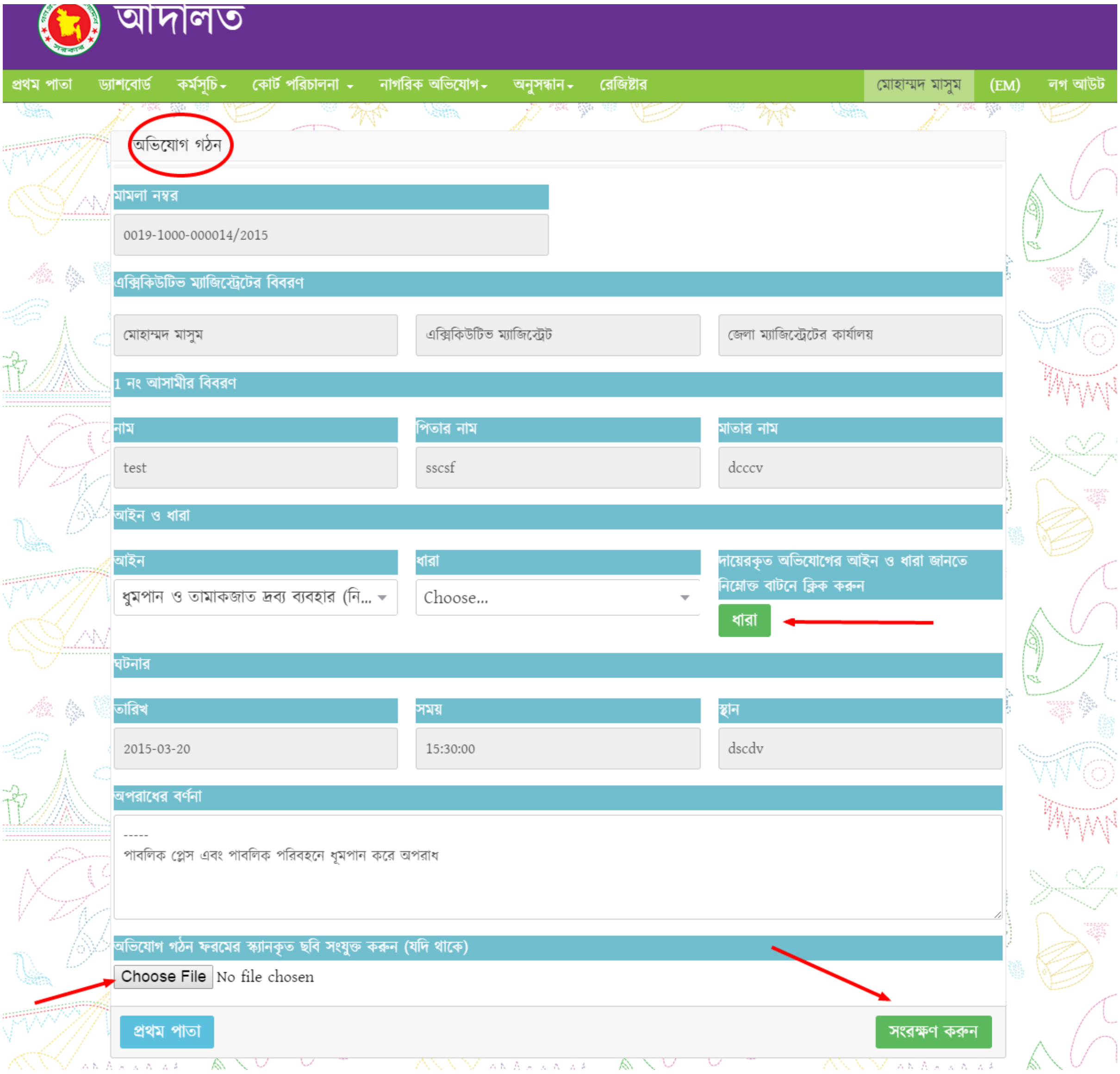

৫.৭: অভিযুক্তের জবানবন্দী: ক) বর্ণিত উপায়ে সংরক্ষণের পর প্রাপ্ত এ স্ক্রিনে অভিযুক্তের জবানবন্দী নেয়ার জন্য জবানবন্দী বাটনে ক্লিক করুন।

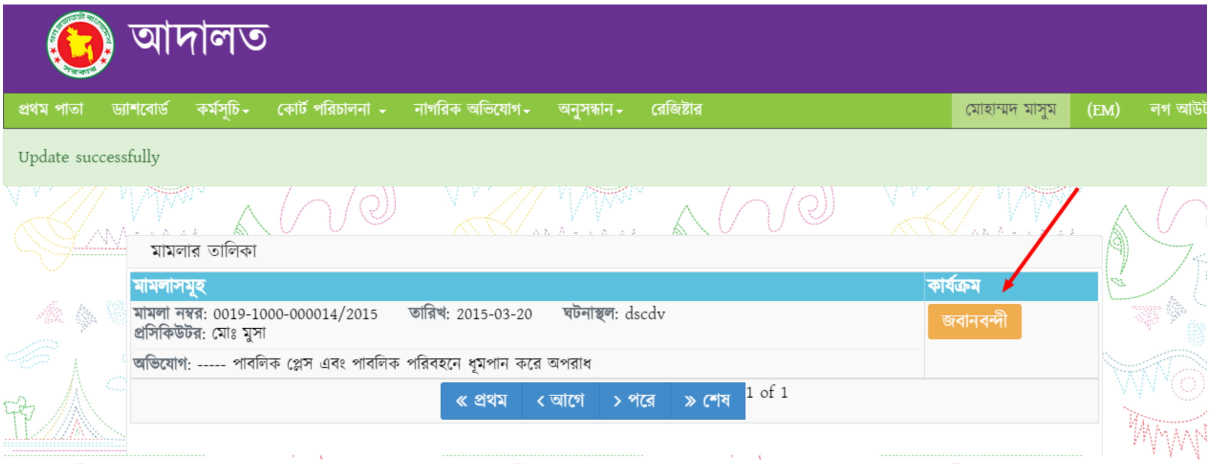

খ) আসামী/আসামীদের জবানবন্দী গ্রহণের জন্য নিচের ফরমে তীর চিহ্নিত স্থানে ক্লিক করে আসামী বাছাই করুন। আসামী একজন হলে একজন , আসামী একাধিক হলে একাধিক আসামী বাছাই করুন।

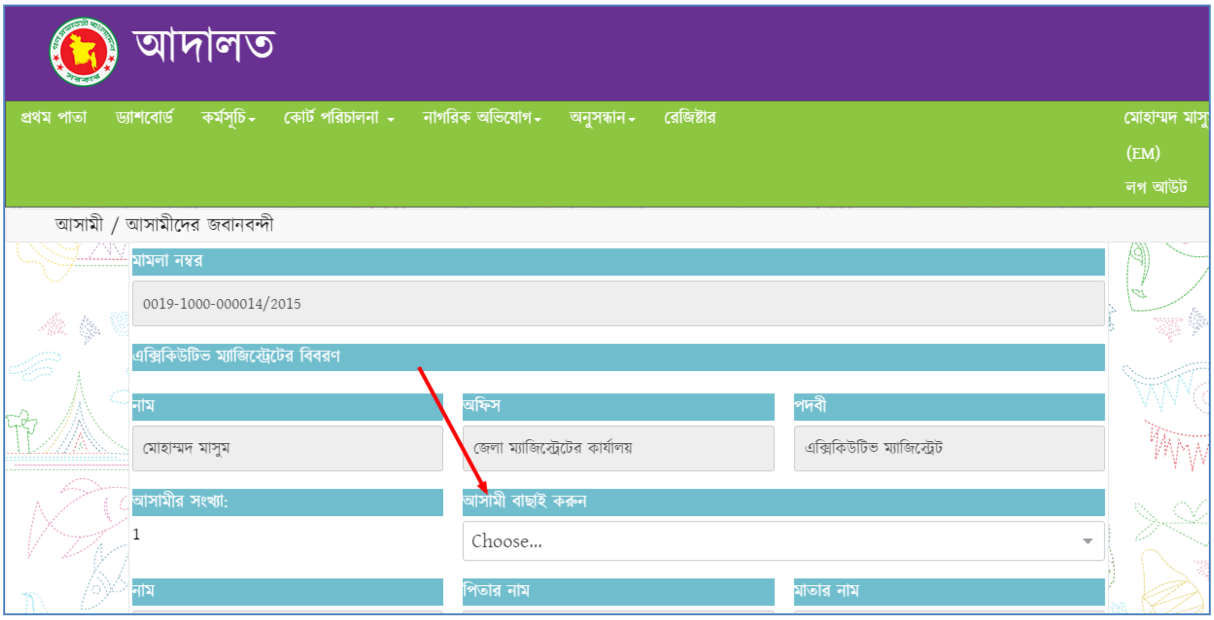

৫.৭: অভিযুক্তের জবানবন্দী: এ ফরমে আসামীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করুন এবং দুই জন সাক্ষীর নাম এবং বিস্তারিত ঠিকানা বর্ণনা করে সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণ বাটনে ক্লিক করুন।

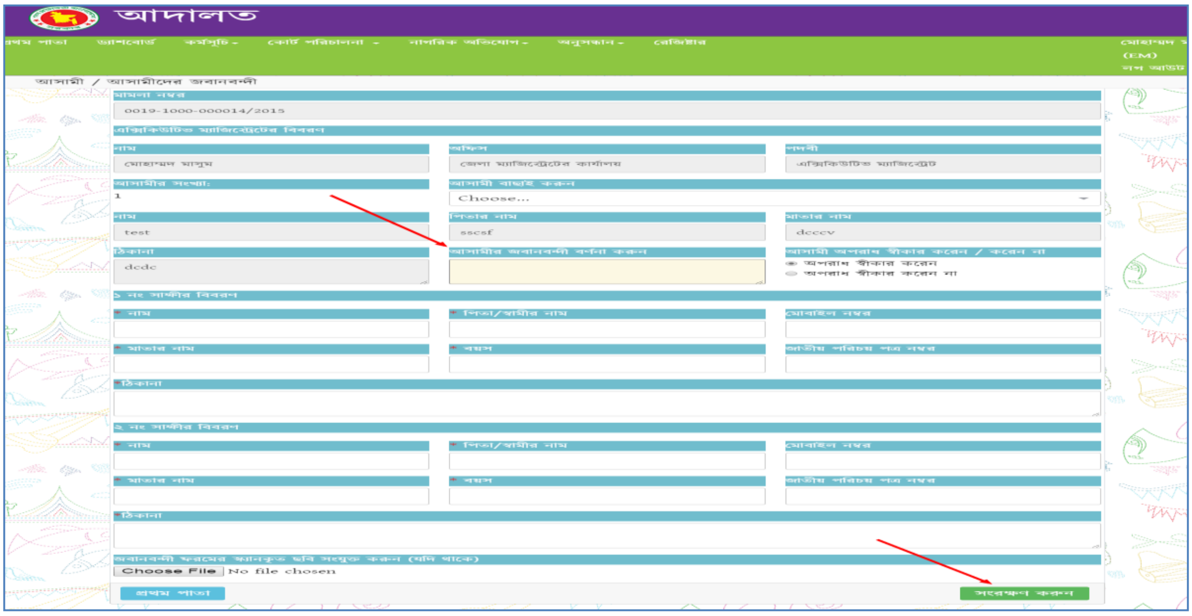

৫.৮. আদেশ প্রদান: ক) আদেশ প্রদান করতে চাইলে আদেশ প্রদান বাটনে ক্লিক করুন।

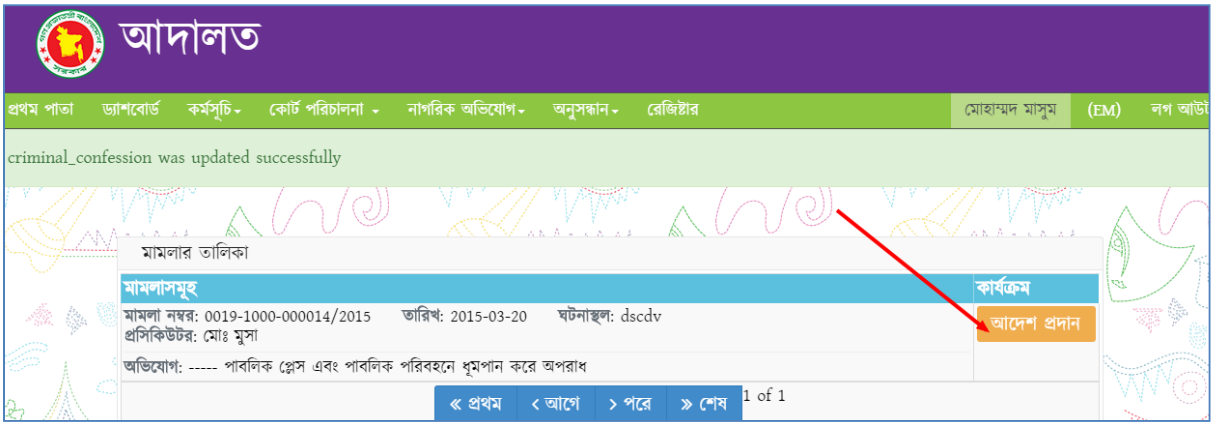

৫.৯: আদেশ প্রদান: ক) আদেশ প্রদান বাটনে ক্লিক করলে প্রাপ্ত এ স্ক্রিনে তীর চিহ্নিত আদেশ প্রদান বাটনে ক্লিক করে কি প্রকারের আদেশ দেবেন তা বাছাই করুন। এখানে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে, অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে, এজাহার হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং উচ্চ আদালতে প্রেরণের ক্ষেত্রে আদেশ দেবার অপশন পাওয়া যাবে।

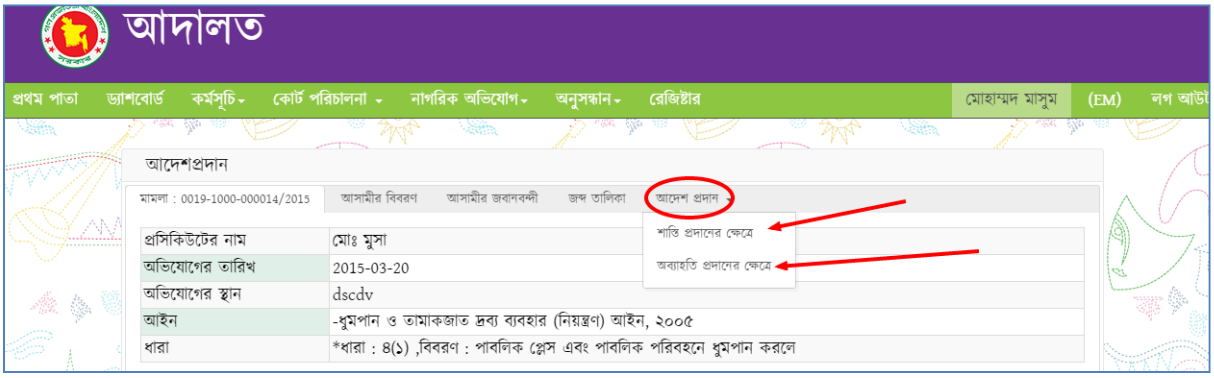

খ) প্রাপ্ত ফরমে আদেশ প্রদানের জন্য আইন, ধারা এবং শাস্তির বিবরণ জানতে লাল দেখুন বাটনে ক্লিক করুন। তাহলে একটি ইউন্ডো আসবে। সেখানে একটি আইনের সুনির্দিষ্ট একটি ধারায় কি অপরাধ ও শাস্তি আছে তা জানা যাবে। আইনটি বিস্তারিত পড়তে চাইলে এই উইন্ডোর বিস্তারিত লিংকে ক্লিক করুন।

- এবার একাধিক আসামী হলে প্রত্যেক আসামীকে আলাদা আলাদা দণ্ড প্রদান করুন।
- কারাদণ্ড বা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে কারাদণ্ড নির্বাচন করুন,
- জরিমানার টাঁকা পরিশোধ করলে ডিসিআর নম্বরটি অবশ্যই লিপিবদ্ধ করুন;
- কোন কারাগারে প্রেরণ করবেন, মালামাল জব্দ করা হলে তার তথ্য এবং জব্দকৃত মালামাল বিলিবন্দেজ সম্পর্কিত অপশন সিলেক্ট করুন।
- আদেশনামা সংরক্ষণের পূর্বে দেখতে চাইলে নিচের **প্রিভিউ** বাটনে ক্লিক করুন। আদেশনামা সঠিক হলে নিচের **সংরক্ষণ** বাটনে ক্লিক করুন।

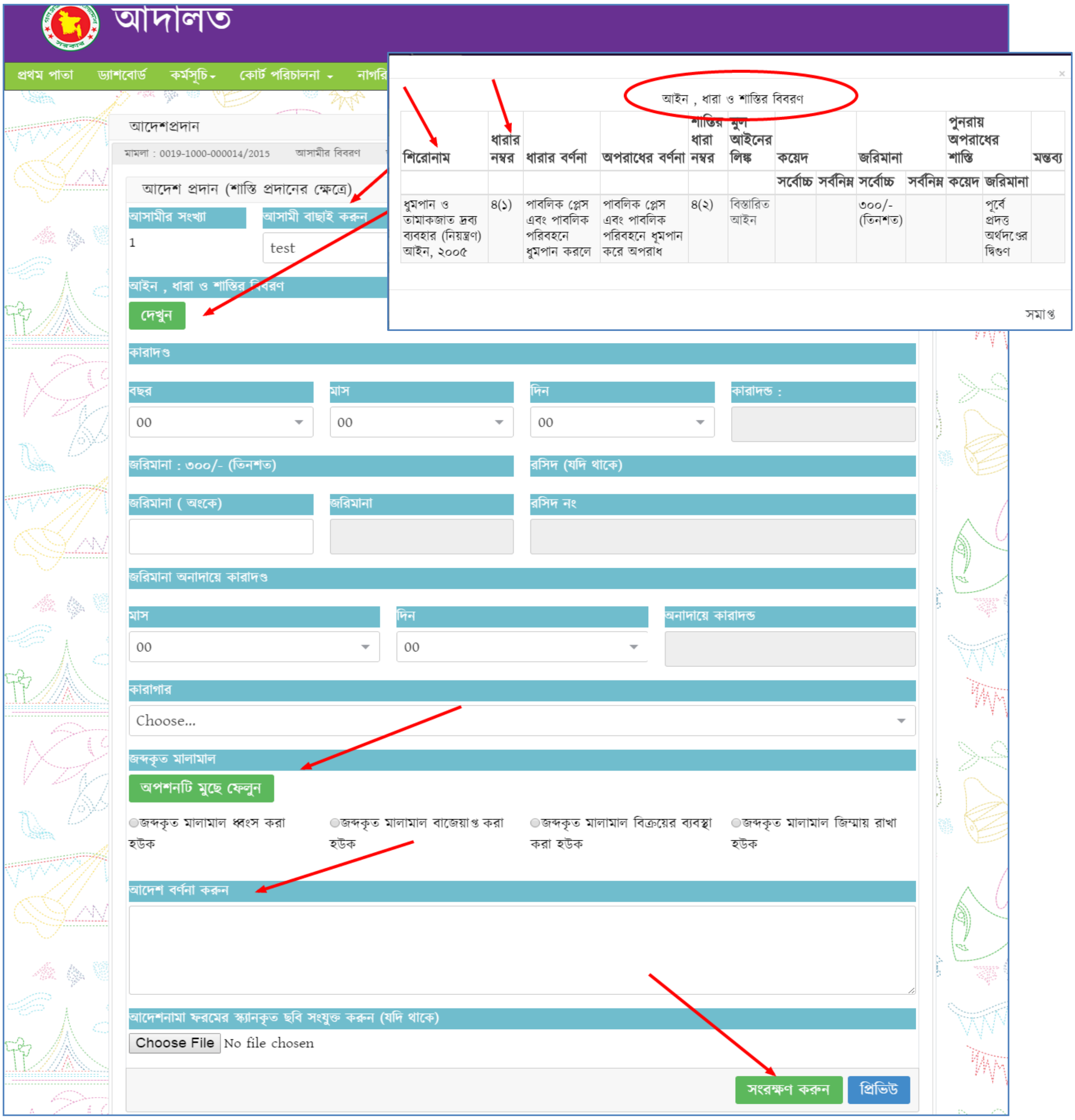

৫.১০: মামলার তথ্য: প্রথমে মেন্যু বারের কোর্ট পরিচালনা মেন্যু হতে মামলার তথ্য সাব-মেন্যুতে ক্লিক করলে নিচের উইন্ডোটি আসবে। এখান থেকে মামলার বিভিন্ন **ফরম বাছাই করুন** ডাউন এ্যারোতে ক্লিক করলে গঠিত অভিযোগ, আদেশনামা, জব্দ তালিকার, অভিযোগনামার তালিকা আসবে। সেখান থেকে যে ফরমটি প্রিন্ট করতে চান তা বাছাই করুন।

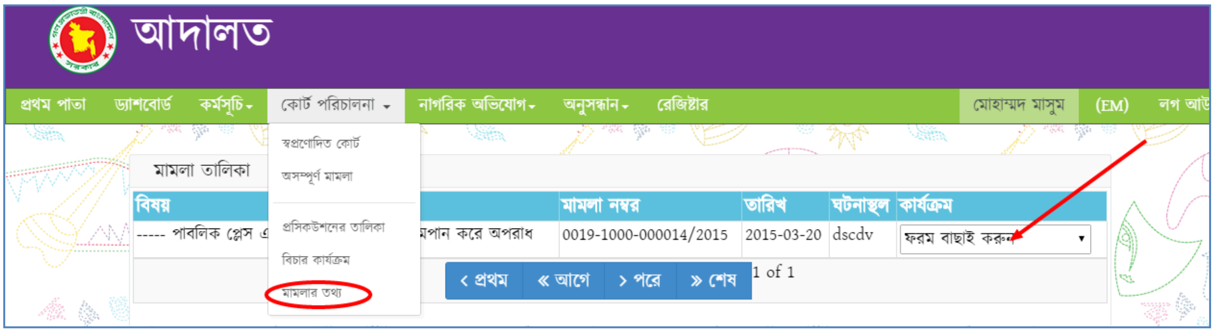

৫.১১.: মামলা সংযুক্তিকরণ: ক) আপনার কাছে প্রেরিত নাগরিক অভিযোগ এবং আপনার দ্বারা পরিচালিত কোর্ট এর সংযুক্তিকরণের জন্য মেন্যু বারের মামলা সংযুক্তিকরণ মেন্যু হতে নতুন রিকুইজিশন বাছাই করুন।

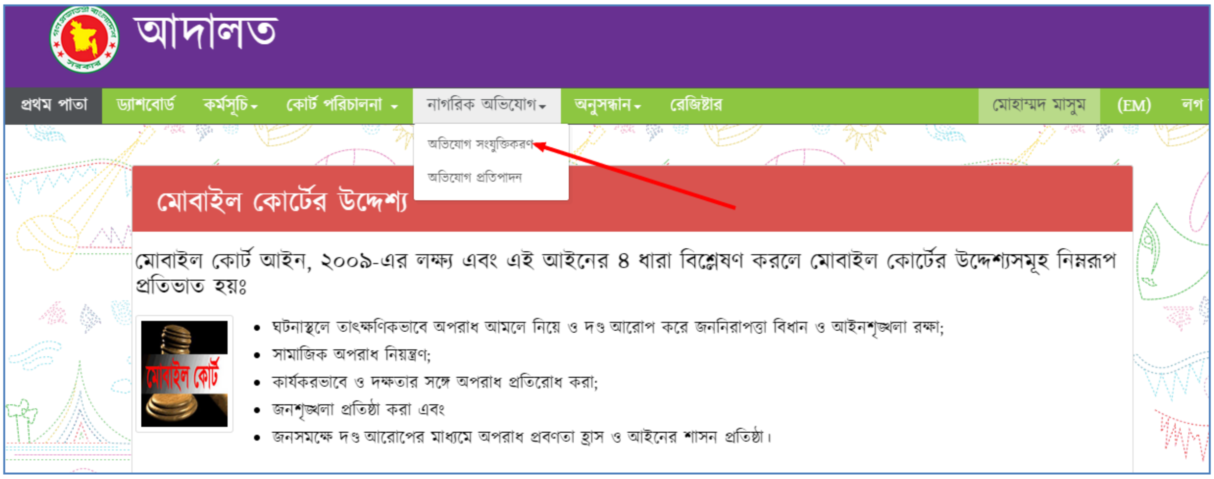

খ) বাছাই এর পর দুটি স্ক্রিন দেখা যাবে। বামপাশে থাকবে নতুন রিকুইজিশনের তালিকা এবং ডানপাশে থাকবে মামলার তালিকা। ডানপাশের কোন মামলার সাথে বামপাশের কোন কোন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট তা ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিচের সংযুক্তিকরণ বাটনে ক্লিক করুন। একটি মামলার জন্য একাধিক অভিযোগ সিলেক্ট করা যাবে। সেক্ষেত্রে একটি মামলা সিলেক্ট করে বামপাশ থেকে সংশ্লিষ্ট একাধিক অভিযোগ key board এর Ctrl বাটন চেপে সবগুলো সিলেক্ট করে সংযুক্তিকরণ এ ক্লিক করুন।

সর্বশেষ সিস্টেম থেকে বের হতে মেন্যু বারের সর্বডানের লগ আউট বাটনে ক্লিক করুন।

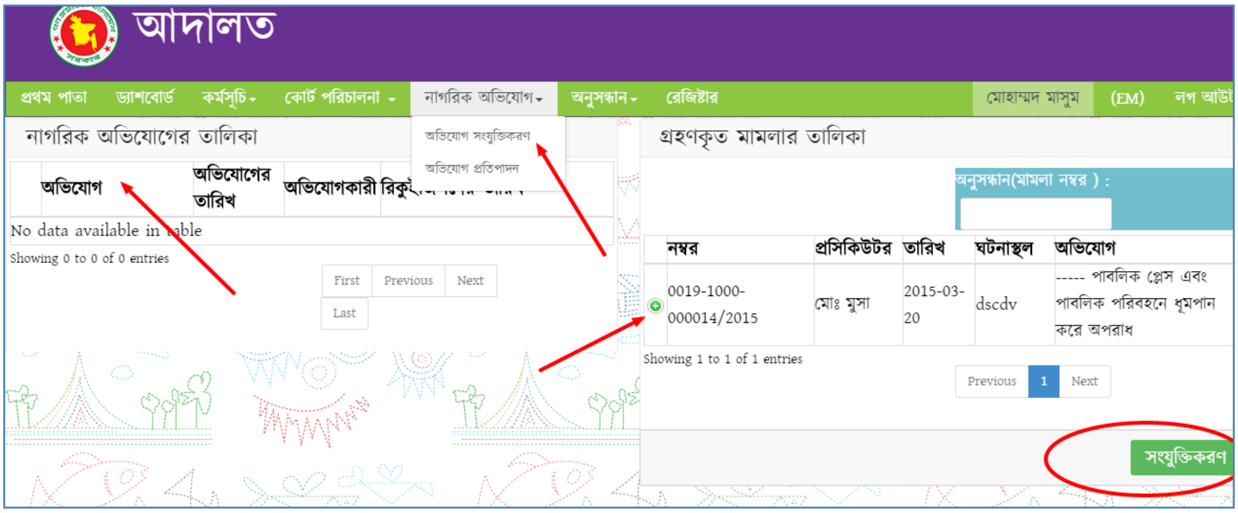

১১.১০ অনুসন্ধানঃ (ক) অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করলে প্রাপ্ত এ স্ক্রিনে তীর চিহ্নিত মাম্লা/অভিযোগ অনুসন্ধান এবং আসামী অনুসন্ধান পাওয়া যাবে। এ দুইটি বাটনের কোনটিতে ক্লিক করবেন তা বাছাই করুন।

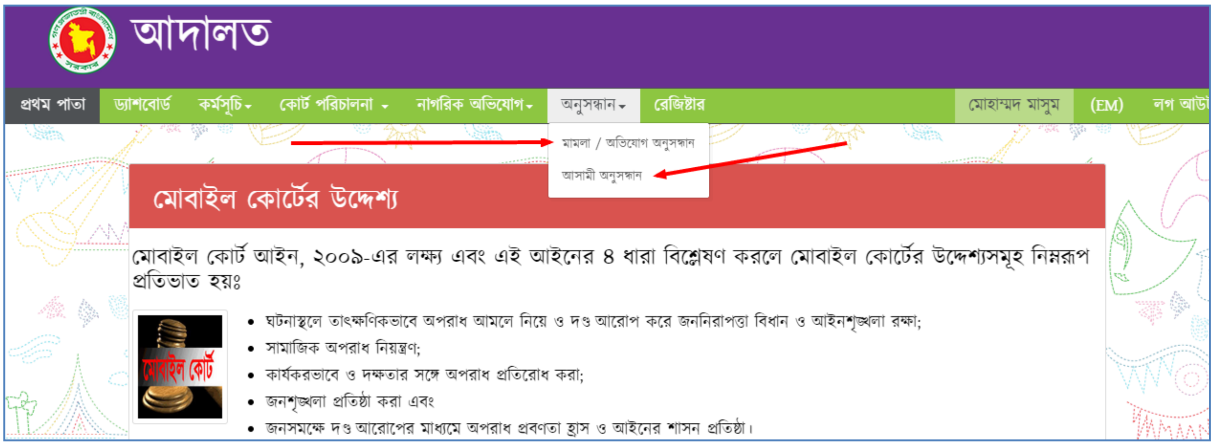

(খ) মামলা/ অভিযোগ অনুসন্ধান এ ক্লিক করলে নাগরিক অভিযোগ আইডি অথবা মামলার নম্বর এর ভিত্তিতে অনুসন্ধান করা যায়। নাগরিক অভিযোগ আইডি অথবা মামলার নম্বর বসিয়ে অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করুন।

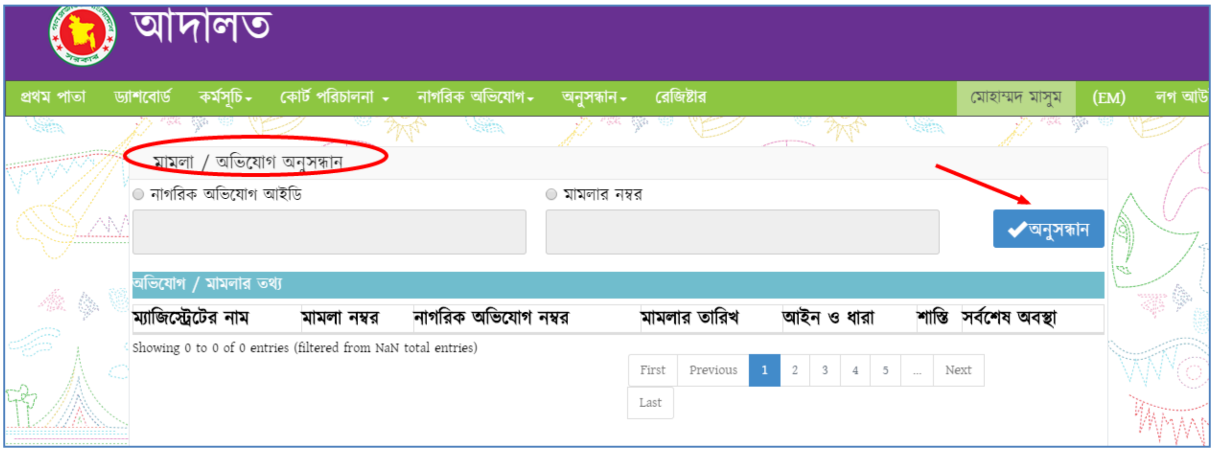

(গ) আসামী অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আসামীর নাম, বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং মোবাইল নম্বর লিখে অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করুন। এবার আসামীর তথ্য, যেমনঃ আসামীর নাম, মামলার নম্বর, মামলার তারিখ, আইন ও ধারা, অপরাধের বর্ণনা এবং শাস্তি সংক্রান্ত তথ্য জানা যাবে।

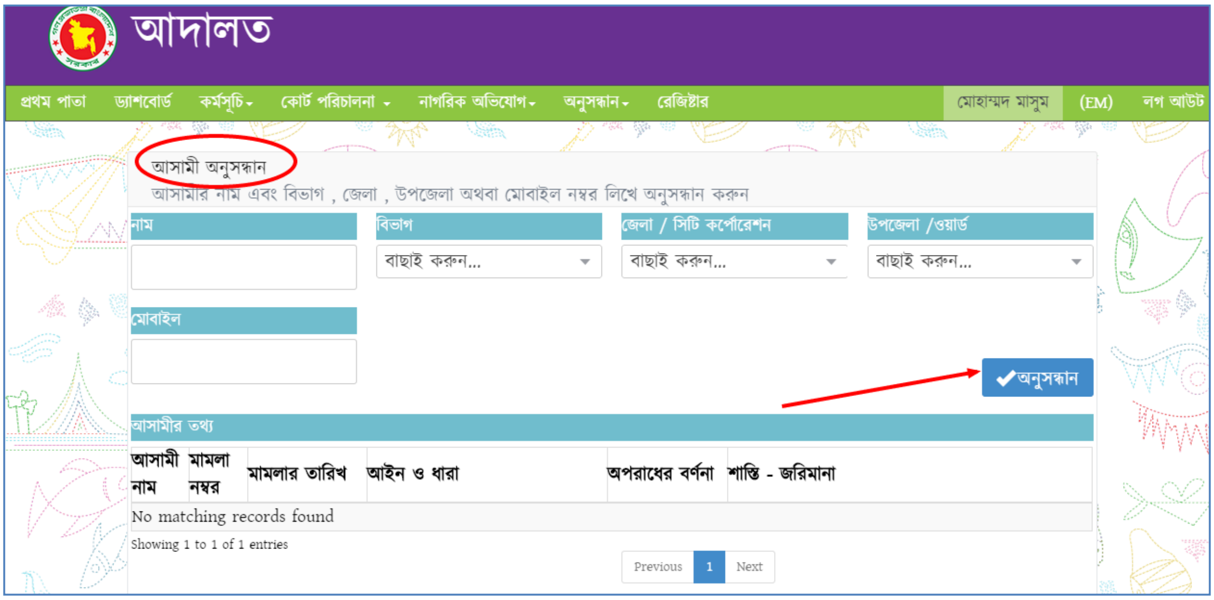

১১.১০ রেজিস্ট্রার (ক) রেজিস্ট্রার বাটনে ক্লিক করলে প্রতিবেদন / রেজিস্ট্রার সংক্রান্ত অনুসন্ধানের উপাত্ত পাওয়া যাবে। Choose বাটন ক্লিক করে রেজিস্ট্রার নির্ধারণ করতে হবে। তারপর প্রথম তারিখ এবং শেষ তারিখ নির্ধারণ করে অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করতে হবে।

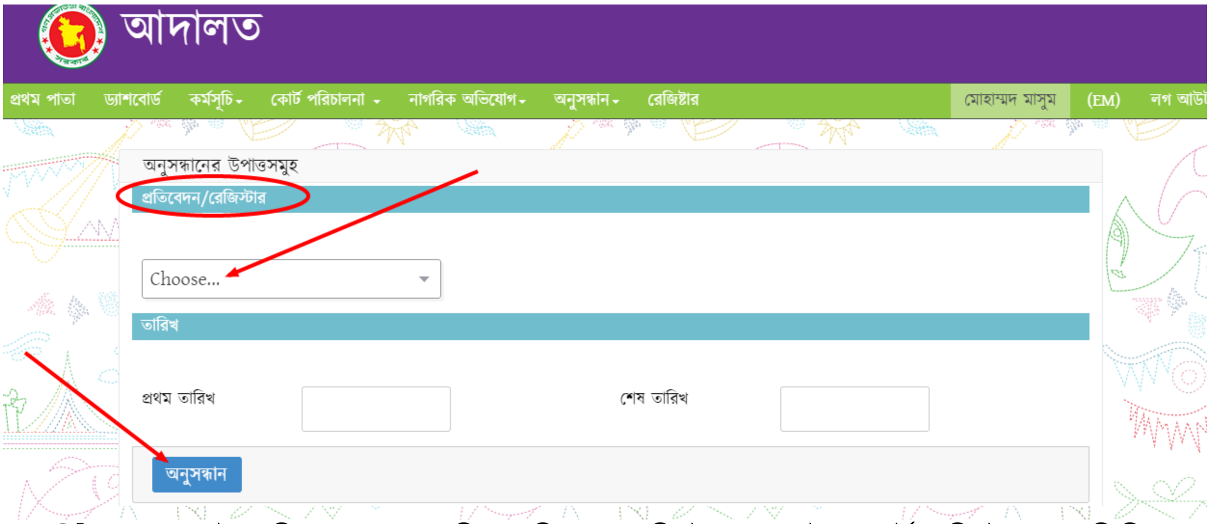
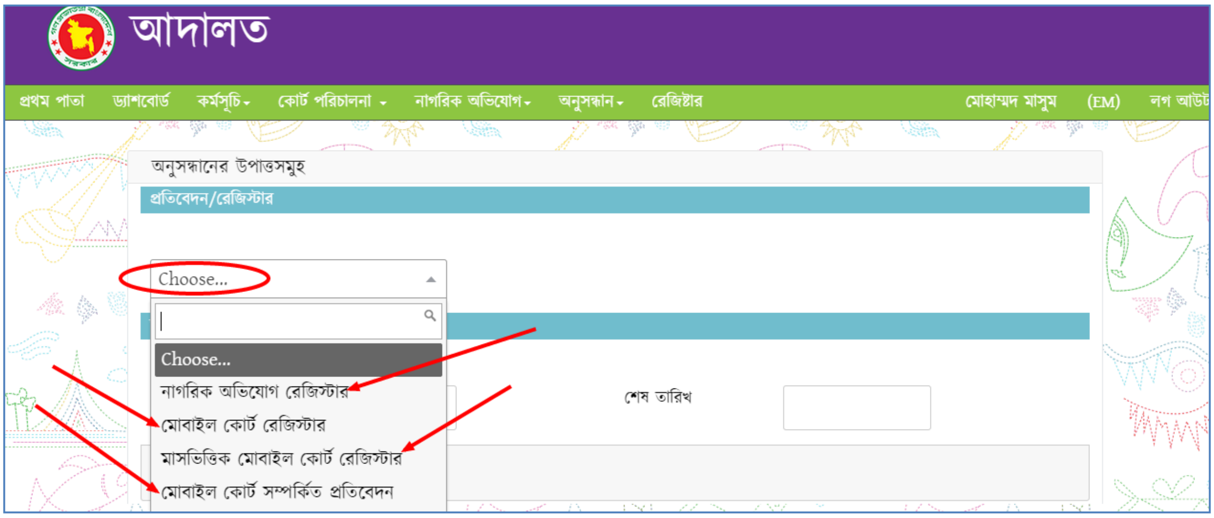
(খ) Choose বাটনে ক্লিক করলে নাগরিক অভিযোগ রেজিস্ট্রার, মোবাইল কোর্ট রেজিস্ট্রার, মাসভিত্তিক মোবাইল কোর্ট রেজিস্ট্রার, মোবাইল কোর্ট সম্পর্কিত প্রতিবেদন অপশন আসবে। কাঙ্ক্ষিত অপসনে ক্লিক করে অনুসন্ধান বাটনে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার দেখতে পাওয়া যাবে।